CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-192 ■ 12 April, 2026 ■ আগরতলা ১২ এপ্রিল, ২০২৬ ইং ■ ২৮ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জঙ্গিপুরে জনসভায়

এবারের ভোট বাংলার পরিচয় রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঃ প্রধানমন্ত্রী

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (আইএএনএস)।। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সর্ব ভারত তৃণমূল কংগ্রেস ফের ভুয়ো ভিডিও ছড়িয়ে 'নোংরা রাজনীতি' করছে বলে অভিযোগ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে এক জনসভা থেকে এই অভিযোগ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই তৃণমূল কংগ্রেস পরাজয়ের আশঙ্কা করছে। সেই কারণেই নাকি ভুয়ো ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি ভিডিও ছড়িয়ে বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা চলছে। তিনি দাবি করেন, অসমেও একই কৌশল নেওয়া হয়েছিল। সাম্প্রতিক একটি ভিডিও-অডিও ক্লিপ প্রসঙ্গে, যেখানে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৯,৬২,৬৯৭ জন ভোটার, প্রার্থী ১৭৩ জন

আজ এডিসি ভোট, গণনা ১৭ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল ।। ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি) নির্বাচনের প্রচার গতকাল বিকেল ৪টায় শেষ হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে আগামী ১২ এপ্রিল অনুষ্ঠিতব্য ভোটগ্রহণের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বলে নির্বাচন দফতর সূত্রে জানা গেছে। এবারের নির্বাচনে মোট ৯,৬২,৬৯৭ জন ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এর মধ্যে ৪,৮২,০২৫ জন পুরুষ, ৪,৮০,৬৬৬ জন মহিলা এবং তৃতীয় লিঙ্গের ৬ জন ভোটার রয়েছেন। রাজ্যের ২৮টি আসনে মোট ১৭৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ভারতীয় জনতা পার্টি, তিপ্রা মথা পার্টি, সিপিআই(এম)-সহ

বামফ্রন্ট, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং আইপিএফটি সহ একাধিক রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করায় এবারের লড়াই বহুমুখী ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতে চলেছে। অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে ত্রিপুরা রাজ্য নির্বাচন কমিশন (এসইসি) ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। নিরাপত্তা জোরদার করতে রাজ্যজুড়ে ২৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের মতে, ভোটের আগে, চলাকালীন এবং পরে এই বাহিনী নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ প্রশাসনও বিস্তৃত পদক্ষেপ নিয়েছে। সমস্ত প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করা হয়েছে। রিটার্নিং অফিসারদের সিভিল ও পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোট দেওয়া ও নির্বাচনে লড়া মৌলিক অধিকার নয়, আইনি অধিকার ঃ সুপ্রিমকোর্ট

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (আইএএনএস) ।। ভোটাধিকার ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার মৌলিক অধিকার নয়, বরং আইন দ্বারা নির্ধারিত 'স্ট্যাটিউটরি রাইট' এই অবস্থান ফের স্পষ্ট করল সুপ্রিম কোর্ট। আদালত জানিয়েছে, এই অধিকারগুলি আইন দ্বারা সৃষ্টি হওয়ায় প্রয়োজনে তা নিয়ন্ত্রণ বা সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে। বিচারপতি আর. মহাদেবন ও সঞ্জয় করোলের বেঞ্চ রাজস্থানের সমবায় দুগ্ধ সংস্থার নির্বাচনে প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতার শর্ত বহাল রাখতে গিয়ে এই পর্যবেক্ষণ করে। আদালত জানায়, ''ভোট দেওয়ার অধিকার ও নির্বাচনে লড়ার অধিকার কোনোটিই মৌলিক অধিকার নয়; এগুলি কেবল আইন দ্বারা প্রদত্ত অধিকার।'' আদালত আরও স্পষ্ট করে, এই দুই অধিকার আলাদা ক্ষেত্রের অন্তর্গত এবং একে অপরের বিকল্প নয়। রায়ে বলা হয়, ভোটাধিকার মানে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার, আর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা একটি পৃথক ও অতিরিক্ত অধিকার, যা বিভিন্ন যোগ্যতা, শর্ত ও অযোগ্যতার ভিত্তিতে সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্রামগঞ্জে বিজেপি নেতার উপর হামলা

রাজনৈতিক উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল ।। এডিসি নির্বাচনের প্রাক্কালে ফের রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে উঠল সিপাহীজলা জেলায়। অভিযোগ, বিজেপির এক নেতাকে মারধর করে গুরুতর জখম করা হয়েছে।

জানা গেছে, গোলাঘাটি মন্ডলের বিজেপির সাধারণ সম্পাদককে মারধরের অভিযোগ উঠেছে বিরোধী দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে। আহত অবস্থায় তাঁকে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় জিবিপি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে রেফার করা হয়।

অভিযোগ উঠেছে, হাসপাতালেও ওই নেতাকে হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে। এমনকি এক নার্সের বিরুদ্ধেও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদের নোটিশ অমানবিক সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল ।। সদর মহকুমার অভয়নগর কাটাখালের পাড়ে বসবাসকারী একাধিক পরিবারকে উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে নোটিশ জারিকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তার পাশে মাংস বিক্রি ও কাটা বন্ধে নিগমকে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল ।। রাস্তার পাশে অবৈধভাবে মাংস কাটা ও বিক্রির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিল উচ্চ আদালত। আগরতলা পুর নিগমকে এই বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রতি মাসে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

জানা গেছে, ২০১৯ সালে আইনজীবী অংকন তিলক পাল এই বিষয়টি নিয়ে উচ্চ আদালতে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। মামলার প্রেক্ষিতে ২০২২ সালে উচ্চ আদালত নির্দেশ দেয় যে, আগরতলা পুর নিগমকে রাস্তার পাশে অবৈধভাবে মাংস বিক্রি ও কাটার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে অভিযোগ, সেই নির্দেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত ৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে বিষয়টি পুনরায় উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চে ওঠে। বিচারপতি এম. এস. রামাচন্দন রাও এবং বিচারপতি বিশ্বজিৎ পাল-এর বেঞ্চ মামলাটি শুনানি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 12-04-2026, 00:26

জাগরণ
আগরতলা, ১২ এপ্রিল, ২০২৬ ইং
২৮ চৈত্র, রবিবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ভারতের প্রতিরক্ষা আরো মজবুত

ভারতীয় বিমান বাহিনীর নজরদারি ক্ষমতার ক্ষেত্রে একটি বিশাল বড় পদক্ষেপ। মূলত পাকিস্তান এবং চিনের দিক থেকে আসা সম্ভাব্য আকাশপথের হুমকি মোকাবিলা করতেই ভারত এই 'অশ্বিনী' রাডার সিস্টেমের ওপর জোর দিয়াছে। রাডারটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইলো এর ৪৫০ কিলোমিটার পাল্লা। এর মানে হইলো, ভারতীয় সীমানার অনেক আগে থেকেই শত্রুদেশের যুদ্ধবিমান, ড্রোন বা মিসাইলের গতিবিধি ট্র্যাক করা সম্ভব হইবে।আধুনিক যুদ্ধবিমানগুলি রাডার ফাঁকি দিতে সক্ষম হইলেও, এই উন্নত রাডার ব্যবস্থা তাহাদের 'সিগনেচার' ধরিতে পারিবে বলিয়া আশা করা হইতেছে।এটি একসাথে অনেকগুলো লক্ষ্যবস্তুকে নির্ভুলভাবে লক্ষ্য রাখিতে পারে।এটি প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা দ্বারা তৈরি করা হইয়াছে, যাহা 'আত্মনির্ভর ভারত' অভিযানের একটি বড় অংশ। পাঞ্জাব বা রাজস্থান সীমান্তে মোতায়েন করিলে পাকিস্তানের ভেতরের বিমানঘাঁটিগুলোর ওপর নজর রাখা সহজ হইবে। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে সাধারণ রাডার অনেক সময় কাজ করে না, সেখানে এই শক্তিশালী রাডার চিনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করিবে।রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতীয় বায়ুসেনা প্রায় ১৮টি এই ধরণের 'অশ্বিনী' রাডার মোতায়েন করিবার পরিকল্পনা করিতেছে। এটি ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে একটি নিশ্ছিদ্র কবচে পরিণত করিবে।৪৫০ কিমি পাল্লার এই রাডার আসিবার ফলে ভারতের ''আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম'' বা আগাম সতর্কবার্তা পাওয়ার ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়া যাইবে। এর ফলে কোনো শত্রু বিমান ভারতের আকাশসীমায় প্রবেশের দুঃসাহস দেখানোর আগেই ধরা পড়িয়া যাইবে।

পাকিস্তান, চিনের যুদ্ধবিমান ফাঁকি দিতে পারিবে না নজরদারি! বায়ুসেনা এ বার পাইতেছে ৪৫০ কিলোমিটার পাল্লার রেডার। সামরিক পরিভাষায় নাম '৪-ডি লং রেঞ্জ সার্ভিল্যান্স রেডার'। আদতে শত্রু বিমানের হামলা ঠেকাইতে উচ্চ কম্পাঙ্কের অত্যাধুনিক নজরদারি ব্যবস্থা। পাল্লা অন্তত ৪৫০ কিলোমিটার। পাকিস্তান এবং চিনের যুদ্ধবিমানের মোকাবিলায় এ বার এমনই অত্যাধুনিক রেডার আমদানিতে সক্রিয় হইল ভারতীয় বায়ুসেনা।

পঞ্চম এবং ষষ্ঠ প্রজন্মের লড়াকু স্টেল্‌থ যুদ্ধবিমানকে চিহ্নিত করিবার পাশাপাশি ড্রোন এবং ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রে হামলা ঠেকাইতেও এই 'চতুর্মাত্রিক রেডার' কার্যকরী ভূমিকা নেবে বলিয়া বায়ুসেনা সূত্রের খবর। ৪৫০ কিলোমিটার পাল্লা হওয়ার কারণে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের আকাশ বায়ুসেনার নজরদারির আওতায় আসিয়া যাইবে। নিরীক্ষণ করা যাইবে চিন অধিকৃত তিব্বতে পিপল্‌স লিবারেশন এয়ার ফোর্সের তৎপরতার উপরেও। বিদেশি সংস্থাগুলির পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' স্লোগান অনুসরণ করিয়া এ ক্ষেত্রে দেশীয় সংস্থাগুলিকেও দরপত্রে অংশ নেওয়ার সুযোগ দিতে চায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ভারতীয় প্রতিরক্ষা ও গবেষণা সংস্থা ('ডিফেন্স রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন' বা ডিআরডিও) উচ্চ কম্পাঙ্কের (ভেরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি বা ভিএইচএফ) রেডার 'তৃতীয় নয়ন' তৈরি করিয়াছে। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে এটি তৈরি করিয়াছে ডিআরডিও-র 'ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড রেডার ডেভেলপমেন্ট এস্টাবলিশমেন্ট' শাখা। সংশ্লিষ্ট রেডারটির বাণিজ্যিক উৎপাদনের দায়িত্ব পাইয়াছে আর এক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা 'ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড' (বেল)।

ঊনকোটিতে ২৬টি অতি স্পর্শকাতর বুথ, কড়া নিরাপত্তায় ভোটের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ: জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল: আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে ঊনকোটি জেলায় জোরকদমে প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে জেলা প্রশাসন। জেলায় মোট ২৬টি অতি স্পর্শকাতর এবং ১৯টি স্পর্শকাতর পোলিং স্টেশন চিহ্নিত করা হলেও পর্যাপ্ত পুলিশ ও টিএসআর জওয়ান মোতায়েন থাকায় ভয়ের কোনও কারণ নেই বলে আশ্বস্ত করেছেন জেলাশাসক ডক্টর তমাল মজুমদার।

শনিবার বিকেলে নিজের দপ্তরে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, ঊনকোটি জেলার অধীনে দুটি এডিসি আসন রয়েছে২নং মাছমারা এবং ৪নং করমছড়া। এই দুই আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৭৭ হাজার ২২৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৩৯ হাজার ২২১ জন এবং মহিলা ভোটার ৩৮ হাজার ৫০২ জন।

তিনি আরও জানান, এই দুই আসনের জন্য ৯ জন এআরও, ১৪ জন সেক্টর অফিসার এবং ১৪ জন পুলিশ সেক্টর অফিসার নিয়োজিত রয়েছেন। মাছমারা আসনে ৪২টি এবং করমছড়া আসনে ৫০টি পোলিং স্টেশন রয়েছে। সবমিলিয়ে ৯২টি পোলিং স্টেশনের মধ্যে ২৬টি অতি স্পর্শকাতর এবং ১৯টি স্পর্শকাতর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানদের জন্য পর্যাপ্ত যানবাহনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি ভোটকর্মীদের যাতায়াতের জন্যও যথেষ্ট গাড়ির ব্যবস্থা রয়েছে বলে জানান জেলাশাসক। তিনি জানান, দুইটি আসনের জন্য ইভিএম মেশিনগুলি কুমারঘাটের পাবিয়াছড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় থেকে শনিবার সকাল থেকেই ভোটকর্মীরা নিজ নিজ কেন্দ্রে নিয়ে গেছেন। ভোট শেষে আবার সেগুলি ওই বিদ্যালয়েই ফিরিয়ে আনা হবে। আগামী ১৭ এপ্রিল সেখানেই ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হবে।এছাড়াও ধলাই জেলার ৭নং কচুছড়া-ডেমছড়া এডিসি আসনের অন্তর্গত ১০টি পোলিং স্টেশন কৈলাসহর মহকুমার মধ্যে পড়েছে বলেও জানান তিনি।

সবশেষে জেলাশাসক সকল ভোটারদের নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগের আহ্বান জানান।

কাঞ্চনপুরে কঠোর নিরাপত্তায় ইভিএম নিয়ে রওনা ভোটকর্মীরা, প্রস্তুতি সম্পূর্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল: আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে কাঞ্চনপুর মহকুমায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। আগামীকাল, ১২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এই গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন।

নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ১নং দামছড়া-জম্পুই এবং ৩নং দশদা-কাঞ্চনপুর কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার আশিষ বিশ্বাস প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

শনিবার কাঞ্চনপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ইভিএম মেশিন নিয়ে নিজ নিজ ভোটকেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা দেন ভোটে নিযুক্ত কর্মীরা। পুরো প্রক্রিয়াটি প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে এবং নিরাপত্তা বাহিনীর কড়া নজরদারিতে সম্পন্ন হয়।

উল্লেখ্য, ১নং দামছড়া-জম্পুই ও ৩নং দশদা-কাঞ্চনপুর আসনে মোট ১০৩টি পোলিং স্টেশন রয়েছে। এই দুই কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা ৮৫ হাজার ৯৩৩ জন।

আগামীকাল সকাল ৭টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হবে। নির্বাচনকে ঘিরে ইতিমধ্যেই সাধারণ ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

অনন্ত পথের যাত্রী রবীন্দ্রনাথ

সুস্মিতা মুখার্জী চট্টোপাধ্যায়

'আমি পথিক, পথ আমারি সাথী
যত আশা পথের আশা,
পথে যেতেই ভালোবাসা,
পথে চলার নিত্যরসে দিনে দিনে
জীবন ওঠে মাতি'.

শুধু অনন্তের পথে নয়, পথমাত্রই কবির চিত্তকে চঞ্চল করে। পথিক কবির অতীতের প্রতি মায়া নেই। ভবিষ্যতের আশা তিনি রাখেন না শেলীর স্কাইলার্কের মত বর্তমান তাঁর উপভোগ্য। অনন্ত পথের পরিব্রাজক কবির পরম বন্ধু যেন পথ। কবি একলা সেই অজানা পথের যাত্রী। চলার পথেই তিনি মাতিয়ে চলেছেন। কবি বলেছেন, 'গৃহই অতীতের জন্য শোক করে, বর্তমানের জন্য ভাবে, ভবিষ্যতের আশায় পথ চাহিয়া থাকে।' পথবিলাসী কবি তাই পথের ধর্মই লাভ করেছেন জীবন পথে চলতে চলতে। পথের বাণীকে তিনি রাজপথের রূপ দিয়েছেন। কবির জীবনে অজানার জন্য অসীম ব্যাকুলতা নিত্যনতুন সাধনাতে নিত্যনতুন ব্যথা।

গৃহের চেয়ে পথই তাঁর আপনার। কবির জীবনে অবিরাম যাত্রা অজানার উদ্দেশে। অজানা কবিকে আকর্ষণ করে, কিন্তু পথের শেষে কী আছে তা তিনি জানেন না তিনি পথ চলার মধ্যেই আনন্দ পান নিত্যই হাতে হাতে পথে পথেই সেই আনন্দ। এই আনন্দই তাঁর পাথেয়, এই আনন্দই তাঁকে অগ্রগমনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দান করে।

কবি বলেছেন
'পেলেই সে তো ফুরিয়ে ফেলি,
আবার আমি দুহাত মেলি
নিত্য দেওয়া ফুরায় না যে, নিত্য
নেওয়া তাই।'

আসলে তৃষ্ণা অসীম। তৃষ্ণার তৃপ্তির জন্য প্রার্থনার অন্ত নেই প্রাপ্তিরও সীমা নেই। অনিশ্চিতকে গ্রহণ করার জন্য মানুষকে আত্মমগ্নতা থেকে কিছুটা বেরিয়ে আসতেই হয়। নিজের 'আমিত্ব'কে বিশ্বচরাচরে ছড়িয়ে দেবার জন্য বিস্ময়বোধ একটি বিশেষ অনুঘটকের কাজ করে। যে কোনও কবি-শিল্পীর মধ্যেই এই বিস্ময়বোধ থাকে, কিন্তু তার পাশাপাশি যেখানে তিনি একজন ব্যক্তি মানুষমাত্র সেখানে তাঁর আমিত্বের আত্মকেন্দ্রিকতাও থেকে যায়। সেখানেই তিনি অন্য অকবির মতো নিশ্চিত আশ্রয় খোঁজেন না। রবীন্দ্রনাথও সম্ভবত এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। বিচিত্র পৃথিবীর পানে তাকিয়ে তাঁর বিস্ময়, সমর্পণ তাই সত্যি।

রবীন্দ্রনাথের মতে, প্রেম এক শক্তিশালী শক্তি যা সৃষ্টির উৎস এবং এর মাধ্যমেই মানুষ তার আত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে। আসলে রবীন্দ্রনাথের দর্শনে আত্মার অমরত্ব একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা প্রকৃতি ও মানবতাবাদী চেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রেমের মাধ্যমে আত্মার পূর্ণতা এবং প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা অর্জনের মধ্যেই এর সার্থকতা নিহিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে 'আধ্যাত্মিক সাধনা' অরূপের সাধনা। সাধকরা বস্তু পৃথিবীর বাইরে অতীন্দ্রিয় জগতের অনুসন্ধান করেন সেই সাধনায়। 'আধ্যাত্মিকতা' আমাদের চেতনাকে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত করে। এর মাধ্যমে তাঁর আনন্দরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী কিংবা সাধক ছিলেন না। তিনি সুফিধারাসহ অন্য মরমিয়াদের মতো অধ্যাত্মসাধনায় নিমগ্নও হননি। তিনি ছিলেন কবি। তবে তাঁর সমগ্র চেতনার মধ্যে একটা নিগূঢ় অধ্যাত্ম-অনুভূতি ছিল সেই অনুভূতিই তাঁর শিল্পচেতনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কাব্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর খেয়া-গীতাঞ্জলি -গীতিমাল্য -গীতালি কাব্য এবং অন্যান্য রচনায় আধ্যাত্মচেতনা প্রকাশিত হয়েছে। কবির আধ্যাত্মসাধনা নিঃসন্দেহে সর্বজনীন চেতনা দ্বারা পরিশুদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দর্শনে, আত্মা এক অবিরাম যাত্রা, যা প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত এবং ক্রমবিকাশের পথে চলে। তিনি আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করতেন, তবে তা জাগতিক ধারণার বাইরে, এক অসীম সত্তার সঙ্গে মিশে যাওয়া। তাঁর মতে, মানুষের জীবন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে আত্মা ক্রমাগত বিকশিত হয় এবং প্রকৃতির বৃহত্তর সত্তার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার দিকে এগিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, আত্মা শরীর ত্যাগের পরেও ধ্বংস হয় না, বরং প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিদ্যমান থাকে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ হয় না, বরং বৃহত্তর সত্তার সঙ্গে মিশে যায়। আত্মার পূর্ণতা জাগতিক বস্তু বা খ্যাতিতে নয়, বরং প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা এবং বৃহত্তর সত্তার উপলব্ধি ও প্রেম-ভালোবাসার মাধ্যমে আসে। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির প্রতিটি স্তরে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করতেন এবং মানুষের জীবনকে প্রকৃতির বৃহত্তর ধারার সঙ্গে যুক্ত মনে করতেন। তাই প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জীবনযাপন করা এবং তার সৌন্দর্য্য ও রহস্য উপলব্ধি করা আত্মার বিকাশে সহায়ক। রবীন্দ্রনাথের দর্শনে মানবতাবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তিনি মনে করতেন, মানুষের প্রতি প্রেম ও সেবার মাধ্যমে আত্মিক উন্নতি ঘটে এবং এটিই আত্মার পূর্ণতার পথ।

উপনিষদের ব্যাপকতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে সর্বত্র, কি কবিতায়, কি গল্পে। আবার গানের ছত্রে ছত্রে দুরন্ত বহতা নদীর মতো প্রবাহমান। উদাহরণস্বরূপ, গীতাঞ্জলি কাব্যে তিনি লিখেছেন: 'জীবনে যত পূজা হল না সারা, জানি হে জানি তাও হয়নি হারা। যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে, যে নদী মরুপথে হারালো ধারা'। এটি ঔপনিষদিক ধারণাকে প্রতিফলিত করে যে, শাশ্বতই একমাত্র আশ্রয়। ভারতে মায়া গানটিতে তিনি গেয়েছেন 'হে মা, বিশ্ব তোমার দেহ'। কিংবা 'হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ, কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান'। এটি ঔপনিষদিক ধারণাকে প্রতিফলিত করে যে, মহাবিশ্ব ব্রহ্মের একটি প্রকাশ। ব্রহ্ম হল চরম বাস্তবতা, সর্বব্যাপী, মহাবিশ্বের চিরন্তন সারমর্ম। এটি সমস্ত অস্তিত্ব এবং জ্ঞানের উৎস। উপনিষদ শিক্ষা দেয় যে, ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয় এবং অবিনশ্বর, সমস্ত কিছুকে পরিব্যাপ্ত করেও তাদের বাইরেও রয়েছে। ব্রহ্ম হল অপরিবর্তনীয় নীতি, যা অভূতপূর্ব জগতের অন্তর্গত। ঔপনিষদিক চিন্তাবিদদের জন্য, এই জ্ঞান হল প্রজ্ঞার সর্বোচ্চ রূপ, কারণ এটি উপলব্ধির দিকে নিয়ে যায় যে, আত্মা স্বতন্ত্র, অবিভাজ্য বাস্তবতার অংশ। বাড়িতে ব্যক্তিগত শিক্ষকদের দ্বারা, ঠাকুর ব্রিটিশ উদারনীতির নতুন ধারণাগুলির সঙ্গেও উদ্ভাসিত হয়েছিলেন, যা ধীরে ধীরে ভারতের সমাজ ধারণ করতে শুরু করেছিল। এই আদর্শের সংমিশ্রণটি তাঁর লেখায় একটি বড় প্রভাব ফেলেছিল পরবর্তী সময়ে।

তিনি উপনিষদের আরেকটি চরম সত্য দার্শনিক ধারণা 'আত্মা'র দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ তাদের অভ্যন্তরের সঙ্গে সংযোগ করতে পারে এবং এই সংযোগ শান্তি এবং সুখ আনতে পারে। তিনি এই ধারণাটিকে তাঁর লেখায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তাঁর অনেক কাজই মানুষ এবং তাদের অন্তর্নিহিত চিন্তা ও অনুভূতির মধ্যের সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই তৈরি। উপনিষদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখার উপর একটি বড় প্রভাব ফেলেছিল। তিনি মানব প্রকৃতির আধ্যাত্মিক দিকটি অন্বেষণ করার জন্য তাদের শিক্ষার উপর আকৃষ্ট হয়েছিলেন। উপনিষদ শিক্ষা দেয় যে, আত্মা চিরন্তন এবং আমাদের প্রকৃত প্রকৃতি হল ঐশ্বরিক। রবীন্দ্রনাথ এই দর্শন ব্যবহার করেছিলেন মানুষের হৃদয়ের গভীরতম গভীরতা অন্বেষণ করতে এবং সমস্ত মানুষের আধ্যাত্মিক সম্ভাবনাকে উদ্যাপন করতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ধারণাগুলিকে সঠিকভাবে আত্মস্থ করেছিলেন এবং নিজস্ব একটি দার্শনিক ভাবধারা বিকাশের জন্য ব্যবহার করেছিলেন, যা উপাদানের চেয়ে আধ্যাত্মিকতাকে বেশি মূল্য দেয়। ঔপনিষদিক ধারণাগুলি রবীন্দ্রনাথের লেখার সর্বত্র দেখা গেলেও তাঁর কবিতায় তিনি মানব আত্মার আধ্যাত্মিক যাত্রার বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে, জীবনের গভীরতম সত্যগুলি কেবল কবিতার মাধ্যমেই ধরা যায় এবং শিল্পীর আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত জগতের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে সমাজে একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'হৃদয়ের ধর্ম' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'উপনিষদ আমার পবিত্র গ্রন্থ। আমি তাদের আমার গুরু বলে মনে করি।' তিনি তাঁর নিজস্ব অনন্য সাহিত্য ও দার্শনিক কাজ তৈরি করতে তাদের ধারণাগুলিকে নিজের চিন্তা-চেতনার মাধুরী মিশিয়ে তৈরি করেন এক সমসাময়িক চিরন্তন দার্শনিক তত্ত্ব। তাঁর প্রবন্ধ, 'ভারতের ধর্ম'তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন: 'বেদান্ত আমাদের সংস্কৃতি তৈরিতে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রভাব ফেলেছে। এটি ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনের উৎস এবং তার নৈতিক আদর্শের বসন্ত প্রবাহ। এটি তার চারুকলার জননী এবং তার দর্শনের ভিত্তি।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক লেখা তাঁর আধ্যাত্মিক এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। তিনি প্রায়শই অনুপ্রেরণার জন্য উপনিষদের দিকে চোখ ফেরাতেন। ঐক্য ও আত্ম-জ্ঞানের বিষয়বস্তু তাঁর কাজকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। ঠাকুরের জন্য সাহিত্য ছিল জীবনের আধ্যাত্মিক মাত্রা অন্বেষণের একটি উপায় এবং উপনিষদগুলি অস্তিত্ব সম্পর্কে গভীরতম সত্য বোঝার মূল চাবিকাঠি। তিনি লিখেছেন: 'উপনিষদ হল হিন্দুদের সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ। এগুলিতে বেদের সারমর্ম রয়েছে এবং সমস্ত হিন্দু দর্শনের ভিত্তি। তারা শেখায় যে, আত্মা পরম সত্তার সঙ্গে এক এবং সমস্ত মহাবিশ্ব এক। রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়লে অনুধাবন করতে কোনও অসুবিধা হয় না যে, তিনি উপনিষদের একজন মহান অনুরাগী ছিলেন, যার প্রভাব তাঁর লেখায় স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। উপনিষদ বলে, আধ্যাত্মিক জগৎ ভৌত জগতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৭৮ সালে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম কবিতার বই প্রকাশ করেন, যেটিতে আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পর্কে কবিতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। উপনিষদ এছাড়াও শিক্ষা দেয় যে আত্মা অমর এবং মানুষের একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করা উচিত। তিনি অন্যদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপনের গুরুত্বেও বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর লেখা এই বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে। রবীন্দ্রনাথ অদ্বৈত বেদান্তের ভারতীয় দর্শন দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন, যা শেখায় যে ভৌত জগৎ একটি ভ্রম এবং শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক জগতই বাস্তব। এই দর্শন শিক্ষা দেয় যে, সমস্ত মানুষ শেষ পর্যন্ত এক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যৌবনে মৃত্যুর সম্ভাবনা দূরবর্তী। তাই তাকে নিয়ে কাব্যের মধ্যে দিয়ে লীলাবিলাস চলেছে। বার্ধক্যে মৃত্যু আসন্ন তখন তাকে নিয়ে আর লীলারস চলে না। মৃত্যুভয়কে একেবারে অস্বীকার তিনি করতে পারেননি। মৃত্যুভয়কে জয় করবার জন্য তিনি মৃত্যুর অনেক সঙ্গত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

কবি বলেছেন,

'মানুষের মুখ্য ভয়, মৃত্যুভয়
কেমনে করিবে তারে
জয় নাহি জানে।
তাই সে হেরিছে ধ্যানে
মৃত্যুবিজয়ীর এটা হতে
অক্ষয় অমৃত স্রোতে
প্রতিক্ষণে নামিছ ধরায়।'

কবি অনন্তপথ যাত্রার পরিকল্পনায় সান্ত্বনা লাভ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে, আত্মা শাশ্বত, ব্রহ্মের সঙ্গে সংযুক্ত এক চূড়ান্ত বাস্তবতা। রবীন্দ্রনাথের জন্য, উপনিষদ ছিল তাঁর সারা জীবন অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনার উৎস। যে মানুষ একটি বৃহত্তর সমগ্রের শুধুমাত্র টুকরো অংশ, এবং আমরা বৃহত্তর মহাবিশ্বের সঙ্গে সংযোগ করেই প্রকৃত সুখ খুঁজে পেতে পারি। এই দর্শনটি তাঁর লেখায় প্রতিফলিত হয় বারবার, যা প্রায়শই পাঠকদের বইয়ের বাইরে চিন্তা করার এবং পৃথিবীতে বিদ্যমান সৌন্দর্য দেখতে আহ্বান জানায়। রবীন্দ্রনাথও উপনিষদের সমস্ত জীবনের ঐক্যের বিশ্বাস দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তিনি প্রায়শই মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে আধ্যাত্মিক সংযোগ সম্পর্কে লিখতেন। উপনিষদ তাঁকে দেখিয়েছিল যে, মহাবিশ্ব একটি একক, ঐশ্বরিক নীতির প্রকাশ এবং জীবনের লক্ষ্য এই নীতির সঙ্গে আমাদের ঐক্য উপলব্ধি করা। এই উপলব্ধি জ্ঞানের সর্বোচ্চ রূপ।

কবি বলেছেন, পরমাত্মার জন্য জীবাত্মার মিলনাগ্রহ মানবের স্বাভাবিক ধর্ম। আমরা প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে মাঝে মাঝে একে স্পষ্টভাবে ধরতে পারি।

ক্রমশ ঃ

উচ্চ তাপমাত্রা থেকে বোরো ধান রক্ষায় করণীয়

বৃষ্টিহীন প্রকৃতি ও তীব্র দাবদাহে আবারও হিট শকের আতঙ্ক কৃষকের চোখেমুখে। কিন্তু এই নীরব ঘাতকের হাত থেকে বোরো ধানকে বাঁচানোর কি কোনো উপায় নেই? ধানের জমিতে ঠিক কত ইঞ্চি জল ধরে রাখতে হবে? তীব্র গরমে যখন পাতাপোড়া ও ব্লাস্ট রোগের আক্রমণ বাড়ে, তখন ঠিক কোন ছত্রাকনাশক কীভাবে স্প্রে করলে ফসল বাঁচানো যাবে? **এম আব্দুল মোমিন**

বাংলাদেশের কৃষি বরাবরই প্রকৃতিনির্ভর। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেশের কৃষিকে প্রতিনিয়ত নানা ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবিলা করে এগোতে হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ও মাত্রাতিরিক্ত ঠান্ডা। এর সঙ্গে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নতুন করে যোগ হয়েছে উচ্চ তাপপ্রবাহ বা হিট শক। এটি আমাদের কৃষিতে নতুন ধরনের একটি অভিঘাত।

দীর্ঘদিনের বৃষ্টিহীন উচ্চ তাপপ্রবাহই মূলত এই হিট শকের প্রধান কারণ। ২০২১ সালের ৪ এপ্রিল হাওরাঞ্চলে প্রবাহিত তীব্র দাবদাহ হাওয়ায় বোরো ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। এর মূল কারণ ছিল দীর্ঘদিনের বৃষ্টিহীন প্রকৃতি বা হিট শক। এই শকে নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, ময়মনসিংহসহ দেশের ৩৬টি জেলায় বোরো ধানের পাশাপাশি ভুট্টা, সবজি, চীনাবাদাম, সূর্যমুখী ও কলার ফলন ব্যাপকভাবে নষ্ট হয়। সব মিলিয়ে সে বছর মোট ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৩৪ কোটি টাকা! এর মধ্যে শুধু বোরো ধানেরই ক্ষতি হয়েছিল ৩২৮ কোটি টাকার।

কৃষি বিভাগের হিসাব অনুযায়ী, সে সময় হিট শকে ৪৮ হাজার হেক্টর জমির বোরো ধান আক্রান্ত হয়। গত বছর বোরো মৌসুমে ধানের ফুল ফোটার পর্যায়ে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা সহনীয় পর্যায়ে থাকায় বোরো ধানের চিটা হওয়ার সমস্যা ততটা প্রকটভাবে দেখা যায়নি। কিন্তু চলতি বছরের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের তীব্র দাবদাহ আবারও হিট শক রূপ নেবে কি না, তা নিয়ে কৃষিপরিবেশবিদেরা ইতিমধ্যে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। কেন এটি ভাবনার বিষয়, চলুন তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। ২০২১ সালের ৪ এপ্রিল হাওরাঞ্চলে প্রবাহিত তীব্র দাবদাহ হাওয়ায় বোরো ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। এর মূল কারণ ছিল দীর্ঘদিনের বৃষ্টিহীন প্রকৃতি বা হিট শক। ধানের বৃদ্ধিতে উচ্চ তাপমাত্রার প্রভাবধানগাছ বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে উচ্চ তাপমাত্রা বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাব — বিস্তার করে। অঙ্গজ বৃদ্ধি পর্যায়ে উচ্চ তাপমাত্রার (৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি) প্রভাবে ধানের পাতার অগ্রভাগ সাদা হয়ে যায় এবং পাতায় ক্লোরোটিক ও সাদাটে দাগ দেখা যায়। এ ছাড়া গোছায় কুশির সংখ্যা ও গাছের উচ্চতা কমে যাওয়ার লক্ষণও দেখা যায়। অঙ্গজ বৃদ্ধি পর্যায়ে উচ্চ তাপমাত্রা ফলনে তেমন ক্ষতিকর প্রভাব না ফেললেও, প্রজনন পর্যায়ে উচ্চ তাপমাত্রা (৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি) ধানের ফলনের ওপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ধানের প্রজনন পর্যায়ে শীষ বের হওয়ার ৯ দিন আগে তাপমাত্রা ৩৫-৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ফুল ফোটা ও পরাগায়নের সময় ১-২ ঘণ্টা তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তারও বেশি হলে সাদা শীষ, সাদা স্পাইকলেট ও শীষে স্পাইকলেটের সংখ্যা কমে যায়। এ ছাড়া চিটা সমস্যার কারণে ধানের ফলন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়। ধানের পরিপক্ক পর্যায়ে উচ্চ তাপমাত্রা দানা গঠন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। ফলে অর্ধপুষ্ট দানার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এটি ধানের ফলন ও গুণগত মানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ধানের ফুল ফোটা ও পরাগায়নের সময় যে শীষগুলোতে ফুল ফুটতে থাকে, তা খুবই সক্রিয় অবস্থায় থাকে। এ অবস্থায় ধানের শীষকে তপ্ত হাওয়ার ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য গাছ প্রচুর পরিমাণে পানি প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় বের করে দেয়। এই প্রস্বেদন অনেকটা গাছের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার শীতলকরণ ব্যবস্থার মতো কাজ করে। ধানের পরিপক্ক পর্যায়ে উচ্চ তাপমাত্রা দানা গঠন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। ফলে অর্ধপুষ্ট দানার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এটি ধানের ফলন ও গুণগত মানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) গবেষণায় দেখা গেছে, ধানের শীষ ও ডিগপাতার তাপমাত্রা বাতাসের তাপমাত্রার চেয়ে ৪-৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম রাখতে হয়। এ জন্য গাছকে প্রচুর পানি প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় বের করে দিতে হয়। ধানের শারীরবৃত্তীয় এ প্রক্রিয়া বজায় রাখতে গিয়ে বৃষ্টিহীন তীব্র দাবদাহের সময় ধানের শীষ ও ডিগপাতা থেকে অতি অল্প সময়ে অনেক জল বের হয়ে যায়। ফলে শীষ ও ডিগপাতা দ্রুত শুকিয়ে যেতে পারে। শুকিয়ে যাওয়া সাদা শীষ সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ধানের সব কুশির শীষ একসঙ্গে বের হয় না বা শীষের সব ফুল একসঙ্গে ফোটে না। তাই শতভাগ ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। আবার যেসব ক্ষেত্রে ধানের দানা গঠন প্রক্রিয়া চলছে, সেসব ক্ষেত্রে ডিগপাতা শুকিয়ে গেলেও দানা গঠন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। ফলে ক্ষতি হয় খুব সামান্য। গত বছর বোরো মৌসুমে ধানের ফুল ফোটা পর্যায়ে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা সহনীয় পর্যায়ে ছিল। ফলে বোরো ধানের চিটা সমস্যা ততটা প্রকটভাবে দেখা যায়নি। কিন্তু চলতি বোরো মৌসুমে তেমন বৃষ্টিপাত না হওয়ায় তাপমাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সংগত কারণেই বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে হিট শকের আশঙ্কা কোনোভাবেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ধানের শারীরবৃত্তীয় এ প্রক্রিয়া বজায় রাখতে গিয়ে বৃষ্টিহীন তীব্র দাবদাহের সময় ধানের শীষ ও ডিগপাতা থেকে অতি অল্প সময়ে অনেক জল বের হয়ে যায়। ফলে শীষ ও ডিগপাতা দ্রুত শুকিয়ে যেতে পারে। উচ্চ তাপমাত্রা থেকে ধান রক্ষায় করণীয়— তীব্র দাবদাহের ক্ষতি থেকে ধান রক্ষার একমাত্র উপায় ধানের জীবনকালের ওপর ভিত্তি করে বপন ও রোপণের সময় এমনভাবে সমন্বয় করা, যাতে ধানের ফুল ফোটার সময়কাল এমন তীব্র দাবদাহকে এড়িয়ে যেতে পারে। এ সময় বোরো ধানের যেসব জাত ফুল ফোটা পর্যায়ে আছে বা এখন ফুল ফুটছে বা সামনে ফুল ফুটবে, সেসব জমিতে পর্যাপ্ত জল ধরে রাখতে হবে। ধানের শীষে দানা শক্ত না হওয়া পর্যন্ত জমিতে অবশ্যই ২-৩ ইঞ্চি জল রাখতে হবে। ঝড়ের কারণে ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া বা ব্যাকটেরিয়াজনিত লালচে রেখা রোগের আক্রমণ হতে পারে। আক্রান্ত যেসব জমিতে ধান ফুল আসা পর্যায়ে রয়েছে, সেসব জমিতে ৬০ গ্রাম এমওপি, ৬০ গ্রাম থিওভিট ও ২০ গ্রাম দস্তা সার ১০ লিটার জলে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে বিকেলে স্প্রে করতে হবে। তবে ধান থোড় অবস্থায় থাকলে বিঘা প্রতি অতিরিক্ত ৫ কেজি পটাশ সার উপরিপ্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

এ সময় বোরো ধানের যেসব জাত ফুল ফোটা পর্যায়ে আছে বা এখন ফুল ফুটছে বা সামনে ফুল ফুটবে, সেসব জমিতে পর্যাপ্ত জল ধরে রাখতে হবে। বোরো ধানের এ পর্যায়ে নেক ব্লাস্ট বা শীষ ব্লাস্ট রোগের ব্যাপক আক্রমণ হতে পারে। শীষ ব্লাস্ট রোগ হওয়ার পরে তা দমন করার কোনো সুযোগ থাকে না। তাই ধানের জমিতে রোগ হোক বা না হোক, থোড় ফেটে শীষ বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একবার এবং এর ৫-৭ দিন পর আরেকবার স্প্রে করতে হবে। বিঘা প্রতি (৩৩ শতাংশ) ৫৪ গ্রাম ট্রুপার, ৭৫ ডব্লিউপি/ দিফা ৭৫ ডব্লিউপি/ জিল ৭৫ ডব্লিউপি অথবা ৩৩ গ্রাম নাটিভো ৭৫ডব্লিউজি, অথবা ট্রাইসাইক্লাজল/ স্ট্রবিন গ্রুপের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ৬৭ লিটার জলে ভালোভাবে মিশিয়ে শেষ বিকেলে স্প্রে করতে হবে। এ সময় জমিতে বাদামি গাছফড়িংয়ের আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণপ্রবণ এলাকায় মিপসিন ৭৫ডব্লিউপি, প্লিনাম ৫০ডব্লিউজি, একতারা ২৫ডব্লিউডি, এডমায়ার ২০এসএল, সানমেক্টিন ১.৮ইসি, এসাটাফ ৭৫এসপি, প্লাটিনাম ২০ এসপি অথবা অনুমোদিত কীটনাশকের বোতলে বা প্যাকেটে উল্লিখিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। কীটনাশক অবশ্যই গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ডাবল নজেলবিশিষ্ট স্প্রেয়ার ব্যবহার করা উত্তম।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

জনসম্পর্ক অভিযানে বিধায়িকা মীনা রানী সরকার। ছবি নিজস্ব।

বাংলার ভোটে বাড়তে পারে ভোটদানের হার ভূমিকা রাখতে পারে বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল : আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ভোটদানের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে নির্বাচন কমিশনের 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' (এসআইআর) প্রক্রিয়া এই বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা নিতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

নির্বাচন সূচি অনুযায়ী, তামিলনাড়ুতে ভোট হবে ২৩ এপ্রিল, আর পশ্চিমবঙ্গে দুই দফায়২৩ ও ২৯ এপ্রিল। গত কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে বরাবরই ভোটদানের হার বেশি, বিশেষত যখন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হয়। নির্বাচন কমিশন-এর তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭৭ সালে যখন প্রথমবার বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে, তখন ভোটদানের হার ছিল মাত্র ৫৬.১৫ শতাংশ। পরবর্তীতে ২০১১ সালে সরকার পরিবর্তনের সময় এই হার বেড়ে দাঁড়ায় ৮৪.৩৩ শতাংশে।

সেই নির্বাচনে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জী-এর নেতৃত্বে দল ১৮৪টি আসন জেতে এবং কংগ্রেস পায় ৪২টি আসন। অন্যদিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কবাদী) প্রায় ৪০টি আসনে সীমাবদ্ধ থাকে, আর বামফ্রন্টের অন্যান্য শরিকরা পায় আরও ২২টি আসন।

তবে ২০০৬ সালে ভোটদানের হার ছিল আরও বেশি৮৪.৫২ শতাংশ, যা দীর্ঘদিন রেকর্ড ছিল। সেই সময় বামফ্রন্ট তাদের ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়।

পরিসংখ্যান বলছে, ১৯৯৬ সালে ৮২.৯৪ শতাংশ থেকে ২০০১ সালে ভোটদানের হার কমে ৭৫.২৯ শতাংশে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বামফ্রন্টের আসন সংখ্যাও কমেছিল। বিশেষ করে সিপিএম প্রথমবারের মতো একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়।

২০১১ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর ধীরে ধীরে ভোটদানের হার কিছুটা কমেছে২০১৬-তে ৮৪.৩৩ শতাংশ থেকে ২০২১-এ তা প্রায় ৮৩ শতাংশের আশেপাশে নেমে আসে। তবুও শাসকদল তাদের আসন সংখ্যা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে।এদিকে, সাম্প্রতিক ভোটে অসম ও জম্মু-কাশ্মীরে রেকর্ড ভোটদানের হার দেখা গেছেঅসমে ৮৫.৯১ শতাংশ এবং জম্মু-কাশ্মীরে ৮৯.৮৭ শতাংশ।

বিশ্লেষকদের মতে, পশ্চিমবঙ্গে ধর্মীয় মেরুকরণ এবং ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া ভোটদানের হার বাড়াতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় মোট ভোটারের সংখ্যা কমলে ভোটদানের শতাংশ আপাতভাবে বেড়ে যায়।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মোট ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৬.৭৭ কোটি, যা ২০২৫ সালের অক্টোবরের আগে তালিকাভুক্ত ভোটারের তুলনায় প্রায় ৯০ লক্ষ কম। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় এই সংখ্যা ছিল প্রায় ৭.৩৪ কোটি। উল্লেখ্য, চার রাজ্য ও জম্মু-কাশ্মীরের নির্বাচনের ফল ঘোষণা করা হবে ৪ মে।

রাজ্যে নারীদের উপর নির্যাতনে চোখ বন্ধ রেখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, অভিযোগ অমিত শাহের

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে নারীদের উপর অত্যাচার ও অপমানের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী নীরব ছিলেন বলে অভিযোগ তুললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার বাঁকুড়ার ওন্দায় এক নির্বাচনী জনসভায় এই মন্তব্য করেন তিনি।

শাহ বলেন, আর.জি. কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে এক মহিলা জুনিয়র চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় গোটা দেশ লজ্জিত হয়েছিল। এছাড়াও সন্দেশখালির ঘটনাতেও তৃণমূল কংগ্রেসের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা মহিলাদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস-কে আক্রমণ করে শাহ দাবি করেন, অনুপ্রবেশকারীরা রাজ্যের মহিলাদের জন্য আতঙ্কে পরিণত হয়েছে।"এই সব ঘটনা ঘটার সময় মুখ্যমন্ত্রী চোখ বন্ধ করে রেখেছিলেন," বলেন তিনি।

তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে যুক্তদের আইনের আওতায় আনা হবে এবং জেলে পাঠানো হবে। একইসঙ্গে গত ১৫ বছরে নির্বাচনী হিংসায় বিজেপি কর্মীদের হত্যার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, "৩০০-র বেশি বিজেপি কর্মী খুন হয়েছেন। আমাদের সরকার এলে কেউ রেহাই পাবে না।"

শাহ আরও বলেন, ২৩ ও ২৯ এপ্রিলের ভোটের দিন তৃণমূলের 'দুষ্কৃতীরা' যেন বাড়িতেই থাকে, নচেৎ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভোটাররা যাতে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন, তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। এছাড়া তিনি অভিযোগ করেন, অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করার জন্য রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তাঁর কথায়, ''এই অনুপ্রবেশকারীরা সাধারণ মানুষের কাজ কেড়ে নিচ্ছে এবং রেশন ব্যবস্থার উপর চাপ বাড়াচ্ছে। কিন্তু বাংলার মানুষ আর তা মেনে নেবে না।"

মধ্যপ্রদেশের মৈহারে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা, আহত কমপক্ষে ১৫

মৈহার (মধ্যপ্রদেশ), ১১ এপ্রিল (আইএএনএস) : মধ্যপ্রদেশের মৈহার এলাকায় শনিবার সকালে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। জাতীয় সড়ক ৩০-এর রিগরা ব্রিজের কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নাদান থানার অধীনস্থ এলাকায় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্র্যাক্টর-ট্রলিকে পিছন থেকে দ্রুতগতির একটি ট্রেলার সজোরে ধাক্কা মারে। জানা গেছে, ট্র্যাক্টর-ট্রলিটি ডিজেল শেষ হয়ে যাওয়ায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে, কারণ অভিযোগ অনুযায়ী খবর পাওয়ার প্রায় দু'ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলে পৌঁছান নাদান থানার পুলিশ আধিকারিক পঞ্চ রাজ সিং।

আহতরা সকলেই বেলদারা গ্রামের বাসিন্দা এবং একটি 'বারহো' অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ফেরার পথে এই দুর্ঘটনার শিকার হন। সংঘর্ষের তীব্রতায় ট্রলিতে থাকা বেশ কয়েকজন যাত্রী ছিটকে পড়েন বলে জানা গেছে।

দুর্ঘটনার পর এলাকায় চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় এবং জাতীয় সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে হাইওয়ে প্যাট্রোলিং টিমের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠান।

আহতদের মধ্যে অধিকাংশকে মৈহার ও অমরপাটনের সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গুরুতর আহত দু'জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সাতনা জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

অমরপাটন সিভিল হাসপাতালে ভর্তি আহতদের মধ্যে রয়েছেন সাঙ্খিবাই সাকেত (৫০), অজয় বুংকার (১৭), প্রদীপ সাকেত (২৪) এবং সন্তোষ সাকেত (৫০)।

এদিকে, অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবার বিলম্ব নিয়ে ক্ষুব্ধ রোগীর আত্মীয়রা অমরপাটন হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখান। অভিযোগ, '১০৮' অ্যাম্বুল্যান্স দীর্ঘ সময় ধরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়নি।

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অতিরিক্ত গতি এবং রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ট্রেলার চালককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

রাইসেনে 'উন্নত কৃষি মেলা'র সূচনা উদ্বোধন করলেন রাজনাথ সিং

রাইসেন (মধ্যপ্রদেশ), ১১ এপ্রিল (আইএএনএস): প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে উৎসাহ দিতে মধ্যপ্রদেশের রাইসেন জেলায় শুরু হল তিনদিনের 'উন্নত কৃষি মেলা'। শনিবার দশেরা ময়দানে আয়োজিত এই জাতীয় স্তরের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এবং মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এবং এরপর সমবেত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম' গাওয়া হয়।১১ থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত চলা এই মেলায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কৃষক, বিজ্ঞানী, নীতিনির্ধারক এবং কৃষি শিল্পের প্রতিনিধিরা অংশ নিচ্ছেন। আয়োজকদের মতে, 'ল্যাব টু ফিল্ড' এবং 'সিড টু মার্কেট' ধারণাকে সামনে রেখে এই মেলা কৃষকদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তৈরি করবে, যা উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, "এটি শুধু একটি মেলা নয়, বরং কৃষির একটি বিদ্যালয়। এখানে কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ২০টি আলাদা অধিবেশন হবে এবং লাইভ ডেমোনস্ট্রেশনও দেখানো হবে।"প্রায় ৩০০টি স্টল নিয়ে বিশাল প্রদর্শনীতে উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক, মাইক্রো-সেচ ব্যবস্থা এবং আধুনিক কৃষিযন্ত্র প্রদর্শন করা হচ্ছে। মাঠে সরাসরি প্রদর্শনের মাধ্যমে 'হ্যাপি সিডার', 'সুপার সিডার', 'রিপার-বাইন্ডার', 'বেলার' ও 'রোটাভেটর'-এর ব্যবহার শেখানো হচ্ছে।এছাড়াও, মেলায় মাটি পরীক্ষার মোবাইল ল্যাব, সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থার মডেল, দুগ্ধ, মৎস্য, পোলট্রি ও ছাগল পালনের পৃথক ইউনিট বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে রয়েছে। বীমা সংস্থা ও ব্যাঙ্কগুলিও স্টল খুলে ফসল বিমা ও ঋণ সংক্রান্ত সহায়তা দিচ্ছে।ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আইসিএআর), কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞরা সরাসরি কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী পরামর্শ দিচ্ছেন।১৩ এপ্রিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গরির উপস্থিতিতে এই মেলার সমাপ্তি হবে। ওইদিন রাইসেন, বিদিশা, সিহোর ও পার্শবর্তী এলাকার জন্য একটি সামগ্রিক কৃষি রোডম্যাপ ঘোষণা করা হবে বলে জানা গেছে, যেখানে ফসল বৈচিত্র্য, জল সংরক্ষণ, বাজার সংযোগ ও কৃষকদের আয় বৃদ্ধির কৌশল তুলে ধরা হবে।

আর্থ ইনফ্রাস্ট্রাকচার্স মামলায় ইডির তল্লাশি, উদ্ধার নগদ টাকা, গয়না ও বুলিয়ন

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (আইএএনএস): মানি লন্ডারিং মামলায় আর্থ ইনফ্রাস্ট্রাকচার্স লিমিটেড (ইআইএল) এবং তাদের গোষ্ঠী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে ব্যাপক তল্লাশি চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এই অভিযানে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ, গয়না, বুলিয়ন এবং বিলাসবহুল ঘড়ি উদ্ধার হয়েছে।

ইডির দিল্লি জোনাল অফিস ১০ এপ্রিল প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ), ২০০২-এর আওতায় এই তল্লাশি চালায়। দিল্লি ও গুরুগ্রামের মোট ১০টি জায়গায়, যা সংস্থার ডিরেক্টর, প্রোমোটার এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সঙ্গে যুক্ত, অভিযান চালানো হয়।

তল্লাশি চলাকালীন প্রায় ৬.৩ কোটি টাকার নগদ অর্থ, আনুমানিক ৭.৫ কোটি টাকার গয়না, রূপোর বুলিয়ন এবং একাধিক দামী বিলাসবহুল ঘড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইডি।

এই তদন্তের সূত্রপাত হয় দিল্লি পুলিশের ইকোনমিক অফেন্সেস উইং (ইওডব্লিউ)-এর দায়ের করা পাঁচটি এফআইআর থেকে। সেখানে আর্থ ইনফ্রাস্ট্রাকচার্স লিমিটেড, তাদের ডিরেক্টর এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে প্রতারণা, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ এবং ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়।

এছাড়াও, সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিস (এসএফআইও) সংস্থার প্রোমোটার ও ডিরেক্টরদের বিরুদ্ধে কোম্পানিজ অ্যাক্টের ৪৪৭ ধারায় ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করেছে।

ইডির দাবি, 'আর্থ' ব্র্যান্ডের অধীনে সংস্থাটি দিল্লি-এনসিআর, গুরুগ্রাম, গ্রেটার নয়ডা এবং লখনউতে একাধিক আবাসিক ও বাণিজ্যিক প্রকল্প চালু করেছিল। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে আর্থ টাউন, আর্থ স্যাফায়ার কোর্ট, আর্থ কোপিয়া, আর্থ টেকওয়ান, আর্থ আইকনিক, আর্থ টাইটানিয়াম, আর্থ এলাকাসা, আর্থ গ্রাসিয়া এবং আর্থ স্কাইগেট।

তদন্তে জানা গেছে, সংস্থাটি সময়মতো ফ্ল্যাট ও বাণিজ্যিক ইউনিট হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং নির্দিষ্ট রিটার্নের লোভ দেখিয়ে প্রায় ১৯,৪২৫ জন ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে মোট ২,০২৪.৪৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করে।

তবে বিপুল অর্থ সংগ্রহের পরও একাধিক প্রকল্প অসম্পূর্ণ রয়ে যায় বা ক্রেতাদের কাছে দখল হস্তান্তর করা হয়নি।

ইডির অভিযোগ, সংগৃহীত অর্থের একটি বড় অংশ গুরুগ্রাম, দিল্লি ও রাজস্থানে জমি কেনার জন্য গোষ্ঠী সংস্থা ও পরিবারের সদস্যদের নামে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া শেল কোম্পানির মাধ্যমে অর্থ ঘোরানো, ব্যক্তিগত জমি কেনাবেচায় অর্থ ব্যয় এবং সম্পর্কহীন সংস্থাকে অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়াও, পরিবারের সদস্যদের কোনও সক্রিয় ভূমিকা না থাকা সত্ত্বেও তাঁদের বেতন প্রদান এবং সম্পত্তি বিক্রির মাধ্যমে অর্থ অপচয়ের অভিযোগও উঠেছে। এই মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন বধেশ কুমার গোয়েল, রজনীশ মিত্তল, অতুল গুপ্ত এবং বিকাশ গুপ্ত।

তদন্তে আরও জানা গেছে, ল্যান্ডেভার ইনফ্রাটেক প্রাইভেট লিমিটেড, ধ্রুব রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড, মুরলীধর ইনফ্রাকন প্রাইভেট লিমিটেড, ব্যাংকে বিহারি ফার্মিং প্রাইভেট লিমিটেড, জুলিয়ান ইনফ্রাকন প্রাইভেট লিমিটেড-সহ একাধিক গোষ্ঠী সংস্থার মাধ্যমে অপরাধলব্ধ অর্থ সরিয়ে স্থাবর সম্পত্তি কেনাবেচা করা হয়েছে।ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে বলে জানিয়েছে ইডি।

বঙ্গ ভোটের আগে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে ফের ইডির হানা

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের দক্ষিণ কলকাতার নাকতলার বাড়িতে ফের তল্লাশি চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।

শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বড় দল নিয়ে ইডি আধিকারিকরা পার্থর বাড়িতে পৌঁছান। সূত্রের খবর, স্কুল শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁকে ফের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যই এই অভিযান। জামিন পাওয়ার পর একাধিকবার তলব করা হলেও অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তিনি হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছিলেন বলে অভিযোগ।

জানা গেছে, পার্থ চট্টোপাধ্যায় ইডিকে জানিয়েছিলেন যে তিনি অসুস্থ এবং প্রয়োজনে ভিডিও কলের মাধ্যমে বা বাড়িতেই জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতে পারে। এরপরই ইডি তাঁর নাকতলার বাসভবনে পৌঁছে যায় বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে, একইসঙ্গে ইডির আরেকটি দল নিউ টাউনে প্রসন্ন রায়ের অফিসেও তল্লাশি চালায়। প্রসন্ন রায় এই নিয়োগ দুর্নীতি মামলার অন্যতম অভিযুক্ত 'মধ্যস্থতাকারী' বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের জুলাই মাসে বহু কোটি টাকার এসএসসি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করেছিল ইডি। সেই সময় তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে প্রায় ২০ কোটি টাকা নগদ উদ্ধার হয়। এই মামলায় অর্পিতা ২০২৪ সালে জামিন পান।

গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা হাইকোর্ট পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে জামিন দেয়। তবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের জবানবন্দি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মুক্তি স্থগিত ছিল। অবশেষে গত ১১ নভেম্বর তিনি বিচারবিভাগীয় হেফাজত থেকে মুক্তি পান।

অন্যদিকে, রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা সুজিত বসুর পুত্র সমুদ্র বসু রাজ্যের পুর নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় শনিবার সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দফতরে হাজিরা দেন।ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে ইডি।

কসবা কেন্দ্র নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ শুভেন্দু অধিকারীর চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগে আপত্তি

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কসবা বিধানসভা কেন্দ্রে সেক্টর অফিসার/সহকারী হিসেবে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শনিবার সকালে নিজের সরকারি সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে একটি বিবৃতি পোস্ট করে তিনি দাবি করেন, এই নিয়োগ প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার একটি পরিকল্পিত চেষ্টা।

শুভেন্দুর অভিযোগ, কসবা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার পূর্ণিমা দে (পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস - এক্সিকিউটিভ) যে নির্দেশ জারি করেছেন, তা মূলত "পক্ষপাতদুষ্ট চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের" এমন দায়িত্বে বসানোর একটি ষড়যন্ত্র, যা আইনত শুধুমাত্র স্থায়ী সরকারি কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত।

তিনি আরও জানান, এই কর্মীরা পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন দফতরের 'আইএসজিপিপি সেল'-এর অধীনে চুক্তিভিত্তিক কর্মী, যারা বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সঙ্গে যুক্ত। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, এমন সংবেদনশীল নির্বাচনী দায়িত্বে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের নিয়োগ নিষিদ্ধ, কারণ তাঁদের জবাবদিহিতা ও পরিষেবা সুরক্ষা স্থায়ী কর্মীদের মতো নয়।

শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন, ''সেক্টর অ্যাসিস্ট্যান্ট'' বা ''অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্টর অফিসার'' নামে যে পদগুলি দেখানো হয়েছে, সেগুলি নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত কাঠামোয় নেই। এই নতুন পদবিগুলি তৈরি করা হয়েছে নজর এড়াতে এবং চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের মাঠে নামাতে।

তাঁর দাবি, আগে এই একই ব্যক্তিদের 'সেক্টর অফিসার' হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। আপত্তি ওঠার পর কৌশলে তাঁদের পদবী বদলে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু দায়িত্ব একই রাখা হয়েছে, যাতে শাসক দলের সুবিধা হয়।

বিরোধী দলনেতার মতে, এটি নির্বাচনী আচরণবিধির (এমসিসি) স্পষ্ট লঙ্ঘন এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রক্রিয়ার জন্য হুমকি।

তিনি বলেন, ''চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের উপর জীবিকার জন্য সরকারের উপর নির্ভরতা থাকায়, প্রশাসন পক্ষপাতদুষ্টভাবে নির্বাচনী যন্ত্রকে শাসক দলের হাতে তুলে দিচ্ছে।''

শেষে তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছে এই বিষয়ে দ্রুত হস্তক্ষেপের আবেদন জানান এবং সংশ্লিষ্ট চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের নির্বাচনী দায়িত্ব থেকে সরানোর দাবি করেন।উল্লেখ্য, কসবা বিধানসভা কেন্দ্রে দ্বিতীয় দফায়, ২৯ এপ্রিল ভোটগ্রহণ হবে।

কাব্যলোকের সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সহজ কৌশলে ইন্ডাকশনে রান্না করলে বাড়বে না বিদ্যুৎ খরচ

যে হারে গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বাড়ছে, তাতে রান্নার অন্য বিকল্প না খুঁজে উপায় নেই। গাঁ-গঞ্জে তবু মাটির উনুন, স্টোভের দেখা মেলে। কিন্তু হাইরাইজ বিল্ডিংয়ের মডিউলার কিচেনে তো সে সব রাখার উপায় নেই। সে ক্ষেত্রে ভরসা বেশির ভাগেরই ভরসা এখন ইন্ডাকশন। কিন্তু মাসের শেষে ইলেকট্রিক বিল দেখে তো কপালে ভাঁজ পড়ছে অনেকেরই। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রান্নার পদ্ধতিতে সামান্য কিছু পরিবর্তন আনলেই ইন্ডাকশনে বিদ্যুতের খরচ অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব। জেনে নিন কৌশল। ১. সঠিক বাসনের ব্যবহার— ইন্ডাকশন কাজ করে তড়িৎ-চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের মাধ্যমে। তাই রান্নার জন্য সবসময় কাস্ট আয়রন বা ম্যাগনেটিক স্টেইনলেস স্টিলের বাসন ব্যবহার করুন। বাসনের তলা যদি অসমান বা ট্যারা-বাঁকা হয়, তবে শক্তি আদান-প্রদান ব্যাহত হতে পারে। এই কারণে বিদ্যুতের অপচয় শুরু হয়। ২. সব সময় হাই-পাওয়ারে রান্না নয়— ইন্ডাকশন খুব দ্রুত জল গরম করতে পারে। তার মানে এই নয় যে পুরো রান্নাটাই 'ফুল পাওয়ার'-এ করতে হবে। জল ফুটে গেলে বা কড়াই গরম হয়ে গেলে পাওয়ার কমিয়ে দিন। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পাওয়ার সেট করে রাখলে এনার্জি স্পাইক বা বাড়তি বিদ্যুতের অপচয় রোধ করা যায়। ৩. ঢাকা দিয়ে রান্না করা— রান্নার সময় কড়াই বা সসপ্যানে ঢাকা দিলে তাপ বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে না। এটি একটি 'ক্লোজড থার্মোডাইনামিক সিস্টেম' তৈরি করে, ফলে জল ফুটতে বা খাবার সেদ্ধ হতে অনেক কম শক্তি খরচ হয়। খোলা পাত্রে রান্না করলে পরিবেশের তাপে প্রচুর শক্তি নষ্ট হয়, সেই ঘাটতি পূরণ করতে কয়েলকে অতিরিক্ত কাজ করতে হয়। ৪. রান্নার আগে ভিজিয়ে রাখা— চাল, ডাল বা যে কোনও শস্য রান্নার অন্তত ৩০ মিনিট আগে জলে ভিজিয়ে রাখুন। এতে দানাগুলো আগে থেকেই নরম হয়ে থাকে ফলে ইন্ডাকশনে বসানোর পর খুব দ্রুত রান্না হয়ে যায়। কম সময় মেশিন চললে স্বাভাবিক ভাবেই বিদ্যুতের ইউনিট কম পুড়বে।

৫. কাচের উপরিভাগ পরিষ্কার রাখা ইন্ডাকশনের গ্লাস-সেরামিক উপরিভাগ সব সময় পরিষ্কার রাখুন। ময়লা বা পোড়া খাবারের স্তর থাকলে ইন্ডাকশন কয়েল এবং বাসনের তলার মধ্যে একটি ব্যবধান তৈরি হয়, যা চৌম্বকীয় শক্তি স্থানান্তরের পথে বাধা দেয়। পরিষ্কার সারফেস হলে এনার্জি ট্রান্সফার সহজও হয়। ৬. সময়ের আগেই সুইচ বন্ধ করা ইন্ডাকশন বন্ধ করার পরেও রান্নার বাসনের তলায় যথেষ্ট তাপ অবশিষ্ট থাকে। তাই রান্না পুরোপুরি শেষ হওয়ার ২-৩ মিনিট আগে সুইচ বন্ধ করে দিন। ওই অবশিষ্ট তাপ বা "রেসিডুয়াল হিট" দিয়েই রান্নার বাকি অংশটুকু সম্পন্ন হবে। এতে প্রতিদিন কিছুটা হলেও বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা সম্ভব।

কাদের জন্য পনির ক্ষতিকর

কথায় বলে, অতি লোভে তাঁতি নষ্ট। পনিরের ক্ষেত্রেও বিষয়টি ঠিক তেমনই। সুস্থ থাকতে চাইলে দৈনিক ৫০ থেকে ১০০ গ্রামের বেশি পনির খাওয়া উচিত নয়। পনির খাওয়ার ক্ষেত্রে সময়ের ভূমিকাও অপরিসীম। ডিনার বা রাতে ঘুমানোর আগে পনির না খাওয়াই ভালো। কারণ ঘুমের সময় বিপাক প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যায়, ফলে পনির হজম হতে সমস্যা হয় এবং সকালে বুক জ্বালাপোড়া করার সম্ভাবনা থেকে যায়। বিয়েবাড়ির মেনু হোক কিংবা ছুটির দিনের ঘরোয়া দুপুরের ভোজ পনিরের কোনও একটি পদ ছাড়া অনেকেরই পাত ঠিক জমে না। বিশেষ করে যারা নিরামিষাশী, তাদের কাছে পনির মানেই রাজকীয় ব্যাপার। প্রোটিন আর ক্যালসিয়ামে ঠাসা এই খাবারটি শরীরের হাড় মজবুত করতে বা পেশি গঠনে দুর্দান্ত কাজ করে। কিন্তু জানেন কি, আপনার অতি প্রিয় এই শাহী পনির বা পনির বাটার মশালাই হতে পারে বিপদের কারণ? পুষ্টিবিদদের মতে, পনির সবার জন্য ভালো নয়, কারও কারও ক্ষেত্রে এটি রীতিমতো 'বিষের' মতো কাজ করতে পারে। তাই পনিরে কামড় দেওয়ার আগে জেনে নেওয়া জরুরি আপনার শরীর আদৌ এটি সহ্য করতে পারবে কি না। কাদের জন্য পনির ক্ষতিকর? — পনিরের স্বাদ মুখে লেগে থাকলেও কিছু শারীরিক অবস্থায় এটি এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

হজমের সমস্যা ও গ্যাস-অ্যাসিডিটি: পনির প্রোটিন সমৃদ্ধ হওয়ায় এটি হজম হতে বেশ সময় নেয়। যাদের প্রায়ই বদহজম, গ্যাস বা অ্যাসিডিটির সমস্যা থাকে, তাঁদের ক্ষেত্রে এটি দীর্ঘক্ষণ পেটে থাকায় অস্বস্তি বাড়িয়ে দিতে পারে। উচ্চ কোলেস্টেরল ও হৃদরোগ: বাজারে পাওয়া বেশিরভাগ পনিরই উচ্চ চর্বিযুক্ত বা হাই-ফ্যাট। যারা হৃদরোগে ভুগছেন বা যাদের রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি, তাদের জন্য নিয়মিত পনির খাওয়া ধমনীতে ব্লকেজের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। দুগ্ধজাত পণ্যে অ্যালার্জি: অনেকেরই দুধে অ্যালার্জি বা 'ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স' থাকে। পনির যেহেতু দুধ থেকেই তৈরি, তাই এটি খেলে ত্বকে র‍্যাশ, পেটে ব্যথা বা বমির মতো গুরুতর প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

পনির খাওয়ার সঠিক সময় ও পরিমাণড— কথায় বলে, অতি লোভে তাঁতি নষ্ট। পনিরের ক্ষেত্রেও বিষয়টি ঠিক তেমনই। সুস্থ থাকতে চাইলে দৈনিক ৫০ থেকে ১০০ গ্রামের বেশি পনির খাওয়া উচিত নয়। পনির খাওয়ার ক্ষেত্রে সময়ের ভূমিকাও অপরিসীম। ডিনার বা রাতে ঘুমানোর আগে পনির না খাওয়াই ভালো। কারণ ঘুমের সময় বিপাক প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যায়, ফলে পনির হজম হতে সমস্যা হয় এবং সকালে বুক জ্বালাপোড়া করার সম্ভাবনা থেকে যায়।

আসল পনির চিনছেন তো?— আজকাল বাজারের ভেজাল পনিরের রমরমা। তাই কেনার সময় অবশ্যই তাজা এবং উন্নত মানের পনির বেছে নিন। বাড়িতে পনির খাওয়ার পর যদি পেট ভার লাগে বা কোনও অস্বস্তি হয়, তবে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। মনে রাখবেন, স্বাস্থ্যকর খাবারও ভুল মানুষের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে।

বদলে যাচ্ছে প্রেমের রং, লাল ছেড়ে কোন রঙে মন মজছে তরুণ প্রজন্মের?

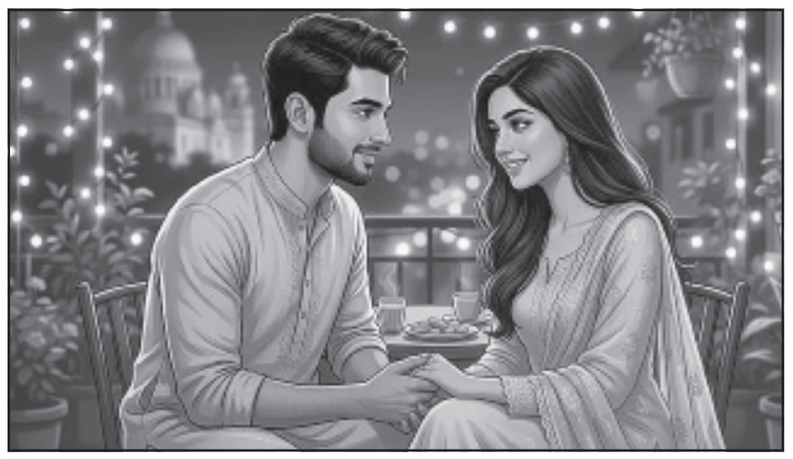

দীর্ঘদিন ধরে লাল রঙকে ভালোবাসা, আকর্ষণ এবং আবেগের প্রতীক হিসেবে ধরা হতো। ডেটিংয়ে ইমপ্রেশন তৈরি করতে লাল পোশাক বা মেকআপ ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে বদলাচ্ছে এই ধারণা। বিশেষজ্ঞদের মতে, আধুনিক ডেটিংয়ে মানুষ শুধু তীব্রতা নয়, বরং স্বস্তি ও বাস্তব অনুভূতির দিকে বেশি ঝুঁকছে। একই সঙ্গে সেই অনুভূতি প্রকাশ পাচ্ছে রঙের মধ্যে দিয়ে। সফট ব্লু বা ব্লাশ পিঙ্কের মতো রং জায়গা করে নিচ্ছে পছন্দের রং হিসেবে। কিন্তু কেন?

নীল রঙ এখন নতুন আকর্ষণের প্রতীক সফট ব্লু বা হালকা নীল এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এই রঙ শান্ত, স্থির এবং বিশ্বাসযোগ্যতার ইঙ্গিত দেয়। অনেক পুরুষ এখন এমন সঙ্গী খুঁজছেন যিনি মানসিক ভাবে স্থিতিশীল এবং সহজ-সরল নীল রঙ সেই অনুভূতিই প্রকাশ বলে মনে করা হয়। ব্লাশ পিঙ্ক— এই রঙে যেন রয়েছে এক কোমলতা ও মিষ্টতার ছোঁয়া। হালকা গোলাপি বা ব্লাশ পিঙ্ক রঙকে এখন অনেকেই আকর্ষণীয় মনে করছেন। এই রঙে রয়েছে কোমলতা একই সঙ্গে উষ্ণতাও, যা সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক আবেগ তৈরি করে। সেজ গ্রিন— শান্ত অথচ আকর্ষণীয় রূপেই পরিচিত এই রং। সেজ গ্রিন বা হালকা সবুজ রঙ এখন নতুন ট্রেন্ডও বলা যেতে পারে। এটি যে সব সময় খুব চোখ টেনে রাখে তা নয়। তবে এর মধ্যে রয়েছে এক ধরনের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও শান্তি, যা অনেকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। রাস্ট অরেঞ্জ— রাস্ট অরেঞ্জ বা বিশেষ এই কমলা রং এখন একটু ভিন্ন ধরনের ডেট বা ক্রিয়েটিভ পরিবেশে জনপ্রিয়। এই রঙ আত্মবিশ্বাস ও স্বতন্ত্রতার বার্তা দেয়। উষ্ণ, প্রাণবন্ত, ব্যক্তিত্বে ভরপুর, এই রাস্ট অরেঞ্জ রং সেই সব মহিলাদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠছে, যাঁরা অতিরিক্ত মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা না করেই নিজেকে স্বতন্ত্র ভাবে মেলে ধরতে চান। গ্রে-কালোর কম্বিনেশন— গ্রে এবং ব্ল্যাকের মিশ্রণ এখন অনেক পুরুষের কাছে স্মার্ট ও পরিণত ব্যক্তিত্বের প্রতীক। এটি একধরনের সিম্পল কিন্তু এলিগ্যান্ট স্টাইল স্টেটমেন্ট তৈরি করে। অনেক পুরুষের কাছেই এই রং আভিজাত্যের প্রতীক।

এ সি-তে বেশিক্ষণ থাকলে ওজন বেড়ে যায়

তীব্র গরম থেকে বাঁচতে অফিস, বাড়ি কিংবা যাতায়াতের পথে আমরা এখন এসির ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ এসিতে থাকা কি সত্যিই ওজন বাড়িয়ে দেয়? এই প্রশ্নটি এখন অনেকের মনেই ঘুরপাক খাচ্ছে। কী বলছে চিকিৎসক? এসির আরামদায়ক পরিবেশে শরীর অলস হয়ে পড়ে এবং হাঁটাচলা বা শারীরিক পরিশ্রম করার ইচ্ছে কমে যায়। এই কম সক্রিয়তা পরোক্ষভাবে ওজন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) এবং এন সি আই বি'র রিপোর্ট অনুযায়ী, সারাক্ষণ এসির কৃত্রিম তাপমাত্রায় থাকলে শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা সহ্য করার ক্ষমতা বা "অ্যাডাপ্টেশন পাওয়ার" ধীরে ধীরে কমে যায়। শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কমে গেলে সামান্য গরম বা আবহাওয়ার পরিবর্তনে শরীর দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়ে, যার ফলে শ্বাসকষ্ট বা ফিজিক্যাল স্ট্রেস বাড়তে পারে। এসিতে থাকলে তৃষ্ণা কম পায়, ফলে ডিহাইড্রেশনের সম্ভাবনা থাকে। সুস্থ থাকতে এসিতে বসেও প্রচুর পরিমাণে জল পান করা জরুরি। টানা কয়েক ঘণ্টা এসিতে না বসে প্রতি ১-২ ঘণ্টা অন্তর এসি থেকে বেরিয়ে প্রাকৃতিক বাতাসে কিছুক্ষণ সময় কাটানো উচিত। দীর্ঘক্ষণ এসিতে বসে কাজ করলে মাঝেমধ্যে উঠে স্ট্রেচিং বা হালকা ব্যায়াম করা প্রয়োজন যাতে শরীরে রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক থাকে এবং মেটাবলিজম সচল থাকে। শরীরকে সুস্থ রাখতে খুব কম তাপমাত্রায় এসি চালানো এড়িয়ে চলুন। মাঝারি তাপমাত্রায় এসি ব্যবহার করলে শরীরের ওপর চাপের পরিমাণ কম হয়।

ফুসফুস ভালো রাখবেন কীভাবে

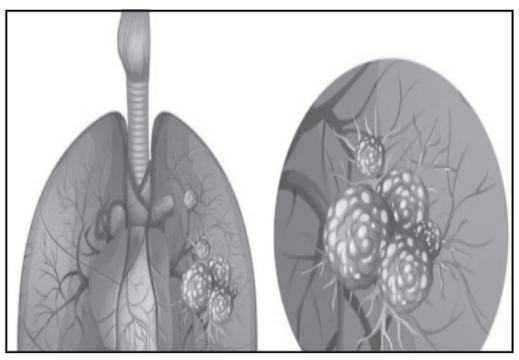

চিকিৎসা বিজ্ঞানে ফুসফুসের বাতাস ছাড়ার ক্ষমতাকে বলা হয় 'ফোর্সড ভাইটাল ক্যাপাসিটি' বা FVC এটি পরীক্ষা করার জন্য বাড়িতেই বানিয়ে নেওয়া যেতে পারে একটি ছোট ল্যাবরেটরি। লাগবে একটি ৫ লিটারের প্লাস্টিক বোতল, বালতি আর একটা রাবারের পাইপ। বোতলে জল ভরে তাতে ২০০ মিলিলিটার অন্তর দাগ কেটে নিতে হবে।

প্রতিদিনের ব্যস্ততা আর দূষণের ভিড়ে শরীরের অনেক কিছুরই খেয়াল রাখা হলেও, অবহেলায় থেকে যায় প্রধান প্রাণভোমরা ফুসফুস। অথচ এই ফুসফুসের ক্ষমতা কমতে শুরু করলে তার প্রভাব পড়ে মস্তিষ্ক থেকে শুরু করে হৃদযন্ত্র পর্যন্ত। সিঁড়ি দিয়ে দু-পা উঠলেই কি হাঁপিয়ে উঠতে হচ্ছে? নাকি অল্প পরিশ্রমেই বুক ধড়ফড় করছে? ফুসফুস কতটা লড়াই করার ক্ষমতা রাখে, ঘরে থাকা অতি সাধারণ কিছু উপকরণ দিয়েই বুঝে নেওয়া সম্ভব শ্বাসযন্ত্রের হালহকিকত।

বোতল আর পাইপ— চিকিৎসা বিজ্ঞানে ফুসফুসের বাতাস ছাড়ার ক্ষমতাকে বলা হয় 'ফোর্সড ভাইটাল ক্যাপাসিটি' বা এফ ভি সি এটি পরীক্ষা করার জন্য বাড়িতেই বানিয়ে নেওয়া যেতে পারে একটি ছোট ল্যাবরেটরি। লাগবে একটি ৫ লিটারের প্লাস্টিক বোতল, বালতি আর একটা রাবারের পাইপ। বোতলে জল ভরে তাতে ২০০ মিলিলিটার অন্তর দাগ কেটে নিতে হবে। এবার বালতিতে জল ভরে বোতলটি উল্টো করে ডুবিয়ে ধরতে হবে। পাইপের এক প্রান্ত বোতলে ঢুকিয়ে অন্য প্রান্ত দিয়ে বুক ভরে শ্বাস নিয়ে সজোরে ফুঁ দিতে হবে। এক ফুঁয়ে বোতল থেকে যতটা জল বের করা সম্ভব, সেটাই ফুসফুসের আসল জোর। সুস্থ ফুসফুসের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ অন্তত ৩ থেকে ৫ লিটার হওয়া উচিত। ঘড়ি ধরে ১১ সেকেন্ডের চ্যালেঞ্জ

যদি বোতল টেস্ট ঝামেলার মনে হয়, তবে রয়েছে আরও সহজ উপায়। বড় করে শ্বাস নিয়ে তারপর ধীরে ধীরে সেই শ্বাস ছাড়তে হবে। খেয়াল রাখতে হবে কতক্ষণ ধরে শ্বাস ছাড়া যাচ্ছে। যদি অন্তত ১১ সেকেন্ড বা তার বেশি সময় ধরে স্বাচ্ছন্দ্যে শ্বাস ছাড়া যায়, তবে বুঝতে হবে ফুসফুস বেশ ভালো অবস্থায় রয়েছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে ফুসফুসের ক্ষমতা কিছুটা কমে যাওয়া স্বাভাবিক, তবে এই কমার হার যেন মাত্রাতিরিক্ত না হয়।

ফুসফুস ভালো রাখবেন কীভাবে? ফুসফুস ভালো রাখার জন্য লাইফস্টাইলে ছোট কিছু বদল আনা। শরীরচর্চা তো আছেই, তবে চিকিৎসকদের মতে গান গাওয়া ফুসফুসের পেশি মজবুত করার দারুণ এক উপায়। এছাড়া খাবারে লবণের পরিমাণ কমানো এবং অ্যান্টি- অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ডায়েট মেনে চলা জরুরি। মনে রাখতে হবে, পেটের মেদ বাড়লে ফুসফুস পুরোপুরি প্রসারিত হতে বাধা পায়, তাই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কখন সতর্ক হতে হবে? বাড়ির এই পরীক্ষাগুলো প্রাথমিক ধারণার জন্য ভালো, কিন্তু এগুলোই চূড়ান্ত নয়। যদি দেখা যায় সমতলে হাঁটতে গিয়েও দম ফুরিয়ে গিয়েছে বা দীর্ঘক্ষণ শ্বাস ধরে রাখা একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে, তবে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

শরীর ভালো রাখতে কখন খাবেন টকদই

শরীরকে ভালো রাখতে হলে রোজের পাতে টকদই রাখুন। বিকালে ঝড়-বৃষ্টি হলেও সকালে চাঁদিফাটা গরম। আগামী দিনগুলোতে গরম আরও বাড়বে। কিন্তু এখনই বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছেন গরমে। অত্যধিক গরম সহ্য করতে না পেরে জ্বরে পড়ছেন অনেকে। কমছে না শারীরিক অস্বস্তি। এই অবস্থায় শরীরকে ভালো রাখতে হলে রোজের পাতে টকদই রাখুন। যদিও সারাবছরই টকদই খাওয়া ভালো, তবে গরমকালে এই খাবারের চাহিদা একটু বেশিই বাড়ে। পুষ্টিবিদ থেকে চিকিৎসক, সকলেই এই মরশুমে টকদই খাওয়ার পরামর্শ দেন। গরমে দই খেলে কী কী উপকারিতা মিলবে এবং দিনের কোন সময়ে খাবেন, রইল টিপস।

পুষ্টিগুণে ভরপুর টকদইগ্ধ শরীর সুস্থ রাখতে টক দইয়ের বিকল্প নেই। প্রোটিন, ভিটামিন বি৬, ভিটামিন বি১২, রিবোফ্লাবিন, ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, জিঙ্ক, সেলেনিয়ামের মতো প্রয়োজনীয় উপাদান রয়েছে টকদইয়ের মধ্যে। সর্বোপরি, টকদই হলো প্রোবায়োটিক খাবার। এটি অন্ত্রে ভালো ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বজায় রাখতে সাহায্য এবং রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

গরমে টকদই কেন খাবেন? গরমকালে টকদই শরীরকে ঠান্ডা রাখে। এতে থাকা জলীয় উপাদান এবং খনিজ পদার্থ শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতে সাহায্য করে। এ ছাড়া গরমকালে একটু কাজকর্ম করলেই শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই ক্লান্তি-দুর্বলতা কাটাতেও সাহায্য করে টকদই। শরীরে এনার্জি এনে দেয় এই খাবার। পেটের সমস্যা দূরে রাখেগ্ন প্রোবায়োটিক থাকায় টকদই পেটের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো। এই খাবার হজমে সহায়তা করে। দইয়ে থাকা অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান পেটের সমস্যা দূরে রাখে। গরমকালে গ্যাস-অম্বলের সমস্যা প্রতিরোধ করে। এমনকী লিভারের স্বাস্থ্যও বজায় রাখতে এই খাবার। ক্রনিক অসুখের ঝুঁকি রোধ করে অন্ত্রে ভালো ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বাড়াতে উপযোগী টকদই। আর অন্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় থাকলে একাধিক রোগের ঝুঁকি নিজে থেকেই কমে যায়। এমনকী মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যও উন্নত হয়। কোলেস্টেরল, রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে। সর্দি-কাশির সমস্যাও দূরে থাকে। ক্যালশিয়াম থাকায় হাড়ের সমস্যাও ধারে ঘেঁষে না।

ওজন কমাতে সাহায্য করে এই গরমে দই খেলে ওজন কমাতে পারেন। দইয়ে প্রোটিন রয়েছে, যা দীর্ঘক্ষণ পেটকে ভর্তি রাখে। পাশাপাশি কর্টিসল হরমোনের ক্ষরণ কমিয়ে দেয়। এর জেরেও ওবেসিটি, ডায়াবিটিসের মতো সমস্যা ধারে কাছে ঘেঁষে না।

দিনের কোন সময়ে টকদই খাবেন? দই সহজপাচ্য খাবার। দিনের যে কোনও সময়ে এটি খাওয়া যায়। ব্রেকফাস্টে কিংবা বেলায় স্ন্যাকস হিসেবে দই খেতে পারেন। আবার লাঞ্চের পরেও দই খাওয়া যায়। দই দিয়ে লস্যি, ঘোল, রায়তা, কার্ড রাইস ইত্যাদি বানিয়ে খেতে পারেন। ঠান্ডা লাগার ধাত না থাকলে সন্ধেবেলাও দই খাওয়া যায়।

হাম ও পক্সে থেকে শিশুকে সুস্থ করতে ডায়েটে রাখুন এই বিশেষ খাবার

মরসুম বদলের এই সময়ে ঘরে ঘরে শিশুদের মধ্যে হাম ও চিকেন পক্সের সংক্রমণ দেখা দিচ্ছে। এই ভাইরাসঘটিত রোগের হাত থেকে শিশুকে দ্রুত সুস্থ করে তুলতে ওষুধের পাশাপাশি সঠিক পুষ্টির বিশেষ প্রয়োজন। ভিটামিন এ, সি এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার কীভাবে শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে এবং অরুচি দূর করতে কোন কোন খাবার দেওয়া জরুরি, রইল তার হদিস।

বর্তমানে ঘরে ঘরে হাম আর চিকেন পক্সের প্রকোপ অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। বিশেষ করে ছোটরাই এই রোগের শিকার হচ্ছে সবথেকে বেশি। এই সময়ে সুস্থ হতে ওষুধের থেকে সঠিক পথ্যের দিকেই বেশি নজর দিতে হবে। হাম বা পক্স হলে শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে জল ও তরল বেরিয়ে গিয়ে জলশূন্যতা তৈরি হয়। ভাইরাসের দাপটে শরীরে ভিটামিন এ, সি, জিঙ্ক ও প্রোটিনের প্রবল ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এর ফলে শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও অনেকটা কমে যায়।

এই সময়ে ঘন ঘন জ্বর আর সারা গায়ে অস্বস্তিকর র‍্যাশ বেরনোর ফলে শিশু ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই শিশুকে শুধু ফলের রস না খাইয়ে মরসুমি সবজি দিয়ে তৈরি পুষ্টিকর স্যুপ খাওয়ানো যেতে পারে। সোনা মুগ ডাল, গাজর ও পেঁপে সেদ্ধ করে তাতে সামান্য ঘি মিশিয়ে দিলে তা প্রোটিনের জোগান

শরীরে ভিটামিন সি-র জোগান দিতে শিশুকে নিয়মিত কমলালেবু, মুসাম্বির রস কিংবা পেয়ারা খাওয়ানো প্রয়োজন। ভিটামিন এ-র ঘাটতি মেটাতে এবং চোখের সংক্রমণ রুখতে গাজর, মিষ্টি কুমড়ো, পাকা পেঁপে ও পালং শাকের মতো খাবার পাতে রাখা জরুরি।

অসুখের সময়ে মুখে অরুচি হলে জোর করে ভাত না খাইয়ে পাতলা করে দুধ-সুজি কিংবা সাবুদানার খিচুড়ি রান্না করে দেওয়া যায়। ওট বা সবজি দিয়ে ডালিয়াও এই সময়ে শিশুদের জন্য বেশ উপকারী হতে পারে। দুপুরের দিকে ভাত আর ডাল-সবজি খাওয়ালে বিকেল বা সন্ধ্যায় আম বা আপেল সেদ্ধ চটকে দেওয়া যেতে পারে।

যদি শিশু দুধ খেতে না চায় কিংবা তার দুধে অ্যালার্জি থাকে তবে বিকল্প হিসেবে বিভিন্ন ধরনের বাদাম খাওয়ানো যেতে পারে। আখরোট, কাঠবাদাম কিংবা কাজু বাদাম শিশুর শরীরে ক্যালসিয়ামের অভাব মেটাতে সাহায্য করে। এই বাদামগুলো শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের জন্যও অত্যন্ত কার্যকর। রোজকার খাবারে প্রোটিন নিশ্চিত করতে শিশুকে ছোট মাছ কিংবা জ্যান্ত জিওল মাছ খাওয়ানো সবথেকে ভালো। শিঙি বা মাগুর মাছের ঝোল থেকে শিশু যেমন ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড পাবে তেমনই তার শরীরের দুর্বলতাও দ্রুত কেটে যাবে।

তবে মনে রাখতে হবে যে মাছ, মাংস কিংবা ডিমসব কিছু যেন একদিনে শিশুকে না দেওয়া হয়। খাবারের তালিকায় বৈচিত্র্য আনতে এগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিন এবং চিকেন দিলে তা স্ট্যু হিসেবে খাওয়ানোই সবথেকে স্বাস্থ্যকর হবে।

জ্যোতিবা ফুলের জন্মবার্ষিকী পালন করলেন প্রদেশ কংগ্রেস। ছবি নিজস্ব।

২৩ মার্চ থেকে ১২ লক্ষের বেশি ৫-কেজি এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রি, ছাত্র ও শ্রমিকদের অগ্রাধিকার: কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (আইএএনএস): চলতি পরিস্থিতির মধ্যে জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্র। শনিবার সরকার জানিয়েছে, ২৩ মার্চ ২০২৬ থেকে এখন পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী ও ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীবিশেষত পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে ৫-কেজির ১২ লক্ষেরও বেশি ফ্রি ট্রেড এলপিজি (এফটিএল) সিলিন্ডার বিক্রি হয়েছে।

পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে, ১০ এপ্রিল একদিনেই দেশজুড়ে ৫১.৫ লক্ষের বেশি গৃহস্থালির এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ করা হয়েছে। একই দিনে প্রায় ১ লক্ষ ৫-কেজির এফটিএল সিলিন্ডার বিক্রি হয়েছে, যেখানে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে দৈনিক গড় বিক্রি ছিল প্রায় ৭৭ হাজার।

সরকার আরও জানিয়েছে, পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য প্রতিটি রাজ্যে ৫-কেজির এফটিএল সিলিন্ডারের দৈনিক বরাদ্দ দ্বিগুণ করা হচ্ছে। ২-৩ মার্চের গড় সরবরাহের ভিত্তিতে এই বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা ২১ মার্চের নির্দেশিকায় উল্লিখিত ২০ শতাংশ সীমার বাইরে। এই ৫-কেজির সিলিন্ডারগুলি সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির কাছে রাখা হবে, যাতে তেল বিপণন সংস্থাগুলির (ওএমসি) সহায়তায় শুধুমাত্র পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে তা বিতরণ করা যায়।

গত ৮ দিনে রাষ্ট্রায়ত্ত ওএমসি-গুলি প্রায় ২,৯০০টি সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করেছে। এই শিবিরগুলিতে ২৯ হাজারেরও বেশি ৫-কেজির সিলিন্ডার বিক্রি হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

মন্ত্রকের তরফে নাগরিকদের উদ্দেশে আবেদন জানানো হয়েছে, পেট্রোল, ডিজেল বা এলপিজি নিয়ে অযথা আতঙ্কে কেনাকাটা না করতে এবং শুধুমাত্র সরকারি সূত্রের উপর নির্ভর করতে। এলপিজি গ্রাহকদের ডিজিটাল বুকিং ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে ভিড় এড়াতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি, পিএনজি, ইলেকট্রিক বা ইন্ডাকশন কুকটপের মতো বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

চলমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও গৃহস্থালির এলপিজি ও পিএনজি সরবরাহকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির জন্যও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সরকার।

সরবরাহ ও চাহিদাউভয় দিকেই ভারসাম্য বজায় রাখতে ইতিমধ্যে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রিফাইনারি উৎপাদন বৃদ্ধি, শহরাঞ্চলে বুকিংয়ের ব্যবধান ২১ দিন থেকে বাড়িয়ে ২৫ দিন করা এবং গ্রামাঞ্চলে তা ৪৫ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা, পাশাপাশি বিভিন্ন খাতে সরবরাহের অগ্রাধিকার নির্ধারণ।

মির্জাপুরে দিনের আলোয় গুলি করে খুন আইনজীবী, বাইক খারাপ হওয়ায় পালাতে দেরি আততায়ীদের

মির্জাপুর (উত্তরপ্রদেশ), ১১ এপ্রিল (আইএএনএস): উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে শনিবার সকালে দিনের আলোয় গুলি করে খুন করা হল এক আইনজীবীকে। ঘটনার পর আততায়ীদের পালাতে কিছুটা সময় লেগে যায়, কারণ তাঁদের মোটরসাইকেলটি প্রথমে স্টার্ট নিচ্ছিল না বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম রাজীব সিং (৪৫), তিনি একজন সিনিয়র অ্যাডভোকেট ছিলেন। শনিবার সকালে হাঁটতে বের হলে একটি মোটরসাইকেলে করে দুই দুষ্কৃতী তাঁর কাছে আসে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, এক দুষ্কৃতী বাইক থেকে নেমে দেশি আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

গুলি চালানোর পর অভিযুক্ত ব্যক্তি দ্রুত বাইকে ফিরে আসে। তবে তাঁর সঙ্গী বারবার কিক মারলেও প্রথমে মোটরসাইকেলটি স্টার্ট হচ্ছিল না। এই সময় কয়েকজন স্থানীয় মানুষ সতর্কভাবে এগিয়ে এলেও বন্দুক তাক করায় তাঁরা পিছিয়ে যান।

পরবর্তীতে বহু চেষ্টার পর বাইকটি স্টার্ট হলে দুই দুষ্কৃতী ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এবং শতাধিক মানুষ ঘটনাস্থলে ভিড় জমান।

পুলিশ জানিয়েছে, এর আগেও নিজের প্রাণনাশের আশঙ্কা জানিয়ে আবেদন করেছিলেন রাজীব সিং। তিনি প্রাক্তন গ্রাম প্রধানও ছিলেন এবং এর আগে তাঁর ওপর দু'বার হামলার ঘটনাও ঘটেছিল বলে জানা গেছে।

জেলার পুলিশ সুপার অপর্ণা রজত কৌশিক বলেন, "শনিবার ভোরে কাত্রা এলাকার কোতওয়ালি থানায় রাজীব সিং ওরফে রিঙ্কু সিং নামে এক ব্যক্তিকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া যায়, যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।"

তিনি আরও জানান, "খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রমাণ সংগ্রহ করে এবং অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে তদন্ত শুরু করে। ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পাওয়া গেছে।"

পুলিশের দাবি, মৃতের পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হচ্ছে এবং প্রযুক্তিগত নজরদারির মাধ্যমে তাদের পরিচয় নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, গ্রাম সংক্রান্ত কোনও বিবাদের জেরেই এই খুনের ঘটনা ঘটতে পারে। তবে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে বিস্তারিত তদন্ত চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। অভিযুক্তদের গ্রেফতারে বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে এবং দ্রুত কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

NOTICE INVITING QUOTATION FOR HIRING OF VEHICLE

Due to unavoidable circumstances, the earlier Notice Inviting Quotation (vide No. F.3(38)/PAC/NAZ/2016(Vol-II)/183-84 dated 2nd April, 2026) is hereby cancelled.

Fresh sealed quotations are hereby invited by the Police Accountability Commission, Tripura from interested lawful owners/proprietors/agencies having valid registration and commercial license issued by the Transport Authority, Government of Tripura, for hiring of 1 (one) white Swift Dzire vehicle, not manufactured before the year 2024 and in good running condition, within the ceiling rate fixed by the Government of Tripura.

Interested bidders may see the detailed terms and conditions in the office of the Police Accountability Commission, Tripura, Government Quarter No. T/VI/14, Shyamalibazar, P.O. Kunjaban, Agartala - 799006, on any working day during office hours. The same may also be viewed on the websites: https://pac.tripura.gov.in and https://tripura.gov.in.

The last date for submission of sealed quotations by hand/post/courier service is 18th April, 2026 up to 2:00 PM.

(Dhanbabu Reang, IAS)
Secretary,
Police Accountability Commission,
Tripura, Agartala.

ICA/C-60/26

ইরান থেকে আরও ৩১২ ভারতীয় মৎস্যজীবী উদ্ধার, আর্মেনিয়ার ভূমিকার প্রশংসা জয়শঙ্করের

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের মধ্যে ইরান থেকে আরও ৩১২ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। শনিবার এই তথ্য জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর।তিনি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ জানান, আর্মেনিয়ার মাধ্যমে এই উদ্ধার অভিযান সম্পন্ন হয়েছে। এ জন্য তিনি আর্মেনিয়া সরকার এবং তার সমকক্ষ বিদেশমন্ত্রী আরারাত মিরজোয়ান-কে ধন্যবাদ জানান।

এর আগে ৫ এপ্রিল একইভাবে ৩৪৫ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে ইরান থেকে উদ্ধার করে চেন্নাইয়ে আনা হয়েছিল। বিদেশ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, চলমান সংঘাতের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।মন্ত্রক জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত ১,২০০-র বেশি ভারতীয়কে ইরান থেকে নিরাপদে সরিয়ে আনা হয়েছে, যার মধ্যে ৯৯৬ জনকে আর্মেনিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।এদিকে, উপসাগরীয় অঞ্চলে উত্তেজনা প্রশমনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান-এর প্রতিনিধিদল ইসলামাবাদে বৈঠকের জন্য পৌঁছেছে। মার্কিন প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে রয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি জে. ডি. ভ্যান্স।

সার কারখানায় গ্যাস বরাদ্দ ৯৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো, ৪.১৫ লক্ষ পিএনজি সংযোগ সক্রিয়: কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (আইএএনএস): দেশের জ্বালানি সরবরাহ আরও সুসংহত করতে কেন্দ্র সরকার সার কারখানাগুলিতে গ্যাস বরাদ্দ বাড়িয়ে প্রায় ৯৫ শতাংশে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শনিবার পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক জানায়, গত ছ'মাসের গড় ব্যবহারের ভিত্তিতে এবং উপলব্ধ মজুত ও নির্ধারিত এলএনজি কার্গো আসার কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সরকার জানিয়েছে, গৃহস্থালির পিএনজি এবং সিএনজি পরিবহণ খাতে ১০০ শতাংশ গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে, যাতে সাধারণ ভোক্তারা কোনো সমস্যায় না পড়েন। মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের মার্চ মাস থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৪.১৫ লক্ষ পিএনজি সংযোগ সক্রিয় (গ্যাসিফাইড) হয়েছে এবং আরও প্রায় ৪.৫৫ লক্ষ নতুন গ্রাহক সংযোগের জন্য নথিভুক্ত হয়েছেন। একই সময়ে ২৬ হাজারের বেশি পিএনজি গ্রাহক তাদের এলপিজি সংযোগ ছেড়ে দিয়েছেন।

এছাড়াও, ১৪ মার্চ ২০২৬ থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ১,১৩, ২৩৩ মেট্রিক টন বাণিজ্যিক এলপিজি বিক্রি হয়েছে, যা ১৯-কেজির ৬০ লক্ষেরও বেশি সিলিন্ডারের সমতুল্য। ১০ মার্চ একদিনেই ৭,১৪০ মেট্রিক টন বাণিজ্যিক এলপিজি বিক্রি হয়েছে বলে জানিয়েছে সরকার।

সরকার জানিয়েছে, সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন (সিজিডি) সংস্থাগুলিকে হোটেল, রেস্তরাঁ ও ক্যান্টিনের মতো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পিএনজি সংযোগকে অগ্রাধিকার দিতে বলা হয়েছে, যাতে বাণিজ্যিক এলপিজির উপর চাপ কমানো যায়। ইন্দ্রপ্রস্থ গ্যাস লিমিটেড, মহানগর গ্যাস লিমিটেড, গেইল গ্যাস লিমিটেড এবং ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড-সহ বিভিন্ন সংস্থা পিএনজি সংযোগে বিশেষ প্রণোদনাও দিচ্ছে।

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে সিজিডি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন দ্রুত দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে কেন্দ্র। পাশাপাশি, যেসব রাজ্য পিএনজি সম্প্রসারণে সহায়তা করবে, তাদের অতিরিক্ত ১০ শতাংশ বাণিজ্যিক এলপিজি বরাদ্দ দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ১৮টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এই সুবিধা পাচ্ছে।

এদিকে, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রণালয় সিজিডি পরিকাঠামোর দ্রুত অনুমোদনের জন্য তিন মাসের 'অ্যাক্সেলারেটেড অ্যাপ্রুভাল ফ্রেমওয়ার্ক' চালু করেছে।

পরিষ্কার ও আত্মনির্ভর জ্বালানি ব্যবস্থার লক্ষ্যে কেন্দ্র একটি মডেল সিবিজি (কমপ্রেসড বায়োগ্যাস) নীতির খসড়াও তৈরি করেছে। এই নীতি অনুযায়ী, রাজ্যগুলি বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করে সিবিজি প্রকল্প বাস্তবায়নে এগোতে পারবে। যে রাজ্যগুলি এই নীতি গ্রহণ করবে, তারা ভবিষ্যতে অতিরিক্ত এলপিজি বরাদ্দ পাওয়ার ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার পাবে বলে জানিয়েছে সরকার।

দ্বারকায় চোর গ্রেফতার, উদ্ধার ছুরি, চুরি যাওয়া মোবাইল ও মোটরসাইকেল

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (আইএএনএস): দিল্লির দ্বারকা জেলায় বড় সাফল্য পেল পুলিশ। এক ২৩ বছরের অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একাধিক চুরি যাওয়া সামগ্রী, অস্ত্র এবং একটি মোটরসাইকেল।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম মোহিত শর্মা, তিনি পশ্চিম দিল্লির মোহন গার্ডেন এলাকার বাসিন্দা। তাঁর কাছ থেকে দুটি বোতামচালিত ছুরি, দুটি চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন এবং একটি চুরি যাওয়া মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে।

গত ৬ এপ্রিল রাতে মোহন গার্ডেন থানার পুলিশ নিয়মিত টহলদারির সময় উত্তম নগরের পোস্টাল চক এলাকায় এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে দেখতে পায়। পুলিশকে দেখে তিনি পালানোর চেষ্টা করলে ধাওয়া করে তাঁকে আটক করা হয়। তল্লাশিতে তাঁর কাছ থেকে একটি বোতামচালিত ছুরি উদ্ধার হয়।

এরপর আর্মস অ্যাক্টে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের সময় অভিযুক্ত একাধিক চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে বলে দাবি পুলিশের।

তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে একটি চুরি যাওয়া পালসার মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়, যা আগে দবরি থানায় দায়ের হওয়া একটি চুরির মামলার সঙ্গে যুক্ত।

এছাড়াও মোটোরোলা ও রেডমি সংস্থার দুটি চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে, যা মোহন গার্ডেন থানায় দায়ের হওয়া পৃথক ই-এফআইআর-এর সঙ্গে সম্পর্কিত।

এই অভিযানটি ইন্সপেক্টর মুকেশ অ্যান্টিলের তত্ত্বাবধানে এবং এসিপি নাজাফগড় রাজ কুমার বাজারিয়ার নির্দেশনায় পরিচালিত হয়।পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত একজন পুনরাবৃত্ত অপরাধী এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় চুরি ও আর্মস অ্যাক্টের মোট ১০টি মামলা রয়েছে। এই গ্রেফতারের ফলে একাধিক ঝুলে থাকা মামলার সমাধান হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।ঘটনার আরও তদন্ত চলছে।

গুয়াহাটিতে সীমান্ত প্রকল্পে ৬০.৩ কোটি দুর্নীতি মামলা, পিএমএলএ আদালতে ইডির চার্জশিট দাখিল

গুয়াহাটি, ১১ এপ্রিল (আইএএনএস): সীমান্ত অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত প্রায় ৬০.৩০ কোটি টাকার দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিং মামলায় ইডি গুয়াহাটির বিশেষ পিএমএলএ আদালতে প্রসিকিউশন কমপ্লেইন্ট দাখিল করেছে। শনিবার ইডির তরফে এই তথ্য জানানো হয়েছে। অভিযোগপত্রে জাতীয় প্রকল্প নির্মাণ কর্পোরেশন (এনপিসিসি)-এর প্রাক্তন উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জোনাল ম্যানেজার রাকেশ মোহন কোটওয়াল, জলপাইগুড়ি প্রজেক্ট অফিসের অফিসার-ইন-চার্জ লতিফুল পাশা, এবং এম/এস শ্রী গৌতম কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেডের ডিরেক্টর অনীশ বাইদ ও বিনোদ সিংহি-সহ একাধিক ব্যক্তির নাম রয়েছে।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মামলা সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (বিএসএফ)-এর পক্ষে এনপিসিসি কর্তৃক ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তে ৯টি বর্ডার আউটপোস্ট নির্মাণের চুক্তি ঘিরে।

তদন্ত শুরু হয় কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই)-এর এফআইআর-এর ভিত্তিতে। সিবিআই ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে ভারতীয় দণ্ডবিধি ও দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের অধীনে ৯ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছিল।

ইডির তদন্তে উঠে এসেছে, কোটওয়াল ও পাশা বকেয়া প্রায় ২.২৪ কোটি টাকার বিল ছাড় করতে এক ঠিকাদারের কাছ থেকে প্রথমে ৩৩ লক্ষ, পরে ৩০ লক্ষ ঘুষ দাবি করেন। এর মধ্যে ২৫ লক্ষ সিলচর, গুয়াহাটি ও দিল্লি জুড়ে হাওলা চ্যানেলের মাধ্যমে পাচার করা হয় বলে অভিযোগ।

তদন্তে আরও জানা যায়, একটি ডিস্ট্রিবিউটর সংস্থার মাধ্যমে কিছু অর্থ ব্যাংকিং চ্যানেলে স্থানান্তরের পর নগদে রূপান্তর করে দিল্লিতে পৌঁছে দেওয়া হয়। ২০১৯ সালের জুলাই মাসে সিবিআই ওই লেনদেনের সময় টাকা উদ্ধার করে।

এছাড়াও, অভিযুক্তদের নির্দেশে সিলচরের একটি শোরুমে রাখা ১৫ লক্ষ 'প্রসিডস অফ ক্রাইম' উদ্ধার হয়েছে বলেও জানিয়েছে ইডি। তদন্তে আরও একাধিক ঠিকাদারের কাছ থেকেও একইভাবে ঘুষ চাওয়ার প্রমাণ মিলেছে বলে দাবি সংস্থার।এই মামলার তদন্ত এখনও চলছে।

শিবরাজের আমলে বদলে গেছে মধ্যপ্রদেশ কৃষিতে বড় সংস্কারের প্রশংসা রাজনাথের

রাইসেন, ১১ এপ্রিল (আইএএনএস): মধ্যপ্রদেশে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান-এর নেতৃত্বে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়েছে বলে মন্তব্য করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। শনিবার রাইসেনে আয়োজিত 'উন্নত কৃষি মহোৎসব'-এ ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি এই কথা বলেন।

রাজনাথ সিং বলেন, "সংসদে যেভাবে তিনি প্রশ্নের উত্তর দেন, তাতেই বোঝা যায় তিনি কতটা পরিশ্রমী। এখন দিল্লিতে থাকলেও তাঁর মন এখনও মধ্যপ্রদেশেই পড়ে থাকে।"

তিনি উল্লেখ করেন, দীর্ঘ সময় মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়ে শিবরাজ সিং চৌহান রাজ্যের কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে মজবুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। পাশাপাশি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব-এরও প্রশংসা করে তিনি বলেন, তিনি আগের প্রকল্পগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি নতুন উদ্যোগও নিয়েছেন।

রাজনাথ সিং মধ্যপ্রদেশকে "পবিত্র ভূমি" বলে অভিহিত করে জানান, ভারতীয় জনতা পার্টির শাসনে রাজ্যে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। কৃষকদের জন্য কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পবিশেষ করে পিএম-কিষান সম্মান নিধিগুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সহায়তা দিয়েছে বলে তিনি জানান।

তিনি বলেন, "প্রতি বছর ৬ হাজার টাকা সরাসরি কৃষকদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাচ্ছে। এটি অনুদান নয়, তাঁদের পরিশ্রমের ন্যায্য প্রাপ্য।" সরাসরি অর্থ হস্তান্তরের ফলে মধ্যস্বত্বভোগী কমেছে এবং স্বচ্ছতা বেড়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

গ্রামীণ পরিকাঠামোর উন্নতির কথাও তুলে ধরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, আগে কাঁচা রাস্তার জন্য গ্রামে ট্রাক পৌঁছত না, এখন যোগাযোগ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। বিদ্যুৎ ও সেচ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে চাষাবাদ আরও সহজ হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কৃষকরা এখন ভালো বাজার পাচ্ছেন, আর সয়েল হেলথ কার্ড ও ফসল বিমা প্রকল্প কৃষকদের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করছে।

কৃষির সামগ্রিক গুরুত্ব তুলে ধরে রাজনাথ সিং বলেন, "দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যায় কৃষক। কৃষি, শিল্প বা পরিষেবাসব ক্ষেত্রের শিকড় কৃষির সঙ্গে জড়িত।" যুবসমাজকে আধুনিক কৃষির দিকে এগিয়ে আসার আহ্বানও জানান তিনি।

এছাড়া প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের নতুন উদ্যোগের কথাও উল্লেখ করে তিনি জানান, ক্যান্টনমেন্ট এলাকার আশপাশের কৃষকদের উৎপাদিত ফল, সবজি ও খাদ্যশস্য সরাসরি সেনাদের জন্য কেনা হবে। এতে কৃষকদের আয় বাড়বে এবং সেনারাও তাজা খাদ্য পাবেন।

১১ থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত চলা এই তিন দিনের কৃষি মহোৎসব ইতিমধ্যেই কৃষক, বিজ্ঞানী, কৃষি-স্টার্টআপ ও নীতিনির্ধারকদের একত্রিত করার একটি বড় মঞ্চে পরিণত হয়েছে। ৩০০-র বেশি স্টলে কৃষি, উদ্যানপালন, সেচ, যান্ত্রিকীকরণ, পশুপালন ও গ্রামীণ উন্নয়নের নানা উদ্ভাবন তুলে ধরা হয়েছে।

অনুষ্ঠানের আগের দিন শিবরাজ সিং চৌহান কৃষি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং স্টলগুলি পরিদর্শন করেন। এই মহোৎসবের লক্ষ্য ভবিষ্যতমুখী কৃষির রূপরেখা তৈরি করা এবং আধুনিক, টেকসই ও প্রযুক্তিনির্ভর চাষাবাদে কৃষকদের উৎসাহিত করা।

সারা ভারত কৃষক সভার পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে বছরব্যাপী আন্দোলনের কর্মসূচি শুরু। ছবি নিজস্ব।

জ্যোতিবা ফুলেকে শ্রদ্ধা মায়াবতীর, সামাজিক সংস্কার ও শিক্ষায় তাঁর অবদান স্মরণ

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (আইএএনএস): মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন বহুজন সমাজ পার্টির (বিএসপি) প্রধান মায়াবতী। তিনি ফুলেকে 'সামাজিক পরিবর্তনের জনক' হিসেবে অভিহিত করে সমাজ সংস্কার ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান তুলে ধরেন।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ এক পোস্টে মায়াবতী বলেন, "আজ তাঁর জন্মবার্ষিকীতে আমি এবং বিএসপি-র পক্ষ থেকে মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলেকে জানাই বিনম্র প্রণাম ও গভীর শ্রদ্ধা। তিনি বহুজনে সমাজের অত্যন্ত অনগ্রসর অংশে জন্মগ্রহণ করেও গোটা দেশে সামাজিক পরিবর্তনের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছিলেন।"

তিনি উল্লেখ করেন, জ্যোতিবা ফুলে ও তাঁর স্ত্রী সাভিত্রীবাই ফুলে শিক্ষার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। "নারীশক্তির বিকাশে শিক্ষার মাধ্যমে পথ দেখিয়েছিলেন তাঁরা। ইতিহাসের পাতায় তাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে," বলেন মায়াবতী।

তিনি জ্যোতিবা ফুলের একটি বিখ্যাত উক্তিও তুলে ধরেন, যেখানে শিক্ষার অভাবকে সামাজিক পশ্চাৎপদতার মূল কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মায়াবতী আরও বলেন, ফুলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই পরে ড. ভীমরাও আম্বেদকর শিক্ষাকে সামাজিক পরিবর্তনের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে গুরুত্ব দেন।

১৯শ শতকে দলিত ও নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য ফুলের নিরলস প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, "তাঁর প্রচেষ্টায় শুধু পুনেতেই নয়, সমগ্র মহারাষ্ট্রে সামাজিক জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল, বিশেষ করে নারীমুক্তি আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা অনন্য।"

এছাড়াও, উত্তরপ্রদেশে তাঁর সরকার ফুলের স্মৃতিকে সম্মান জানাতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছিল বলে জানান মায়াবতী। তিনি বলেন, অমরোহা জেলার নাম পরিবর্তন করে 'জ্যোতিবা ফুলে নগর' রাখা হয়েছিল, যদিও পরবর্তী সরকার সেই নাম পরিবর্তন করে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, তাঁর সরকার গঠিত অন্যান্য জেলা যেমন কাংশীরাম নগর, রামাবাই নগর, ভীমনগর, প্রবুদ্ধ নগর এবং পঞ্চশীল নগরের নামও পরবর্তী সরকার পরিবর্তন করে দেয়, যা অত্যন্ত দুঃখজনক বলে তিনি মন্তব্য করেন।

পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে ভারত-সৌদি বৈঠক, সরবরাহ শৃঙ্খল সচল রাখতে জোর

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি এবং সরবরাহ শৃঙ্খল স্বাভাবিক রাখতে ভারতের সঙ্গে সৌদি আরবের উচ্চপর্যায়ের আলোচনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়াল ভার্চুয়াল বৈঠক করেন সৌদি আরবের বাণিজ্যমন্ত্রী মাজিদ বিন আবদুল্লাহ আল কাসাবি-এর সঙ্গে।

সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, সাম্প্রতিক যুদ্ধবিরতি দীর্ঘমেয়াদি শান্তি ও স্থিতিশীলতার পথ খুলে দেবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন গয়াল। তিনি সৌদি জনগণের দৃঢ়তা এবং অস্থির পরিস্থিতিতেও সরবরাহ শৃঙ্খল বজায় রাখার প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

চলমান সংঘর্ষের মধ্যে হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে গয়াল সৌদি আরবে বসবাসকারী ভারতীয়দের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সে দেশের উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

দুই দেশই স্বীকার করেছে যে সংঘর্ষের কারণে আঞ্চলিক সরবরাহ শৃঙ্খলে চাপ পড়েছে এবং দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে। বাণিজ্য প্রবাহ সচল রাখতে উভয় পক্ষই সহযোগিতা বাড়ানোর উপর জোর দেয়। ভারতের পক্ষ থেকে গয়াল সৌদি আরব এবং উপসাগরীয় অঞ্চলে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য নেওয়া পদক্ষেপগুলির কথাও তুলে ধরেন। পাশাপাশি ভারত-জিসিসি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) আলোচনায় দ্রুত অগ্রগতির আশাও ব্যক্ত করেন দুই মন্ত্রী।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ :** বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর** এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস :** রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বঙ্গে জনসমর্থনের ঢেউ, গুজরাতেও এমন দেখিনি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী প্রচারে জনতার ঢল এবং উচ্ছ্বাস দেখে বিস্মিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার এক নির্বাচনী সভায় তিনি বলেন, "এবার বাংলায় আমার সভাগুলিতে যে জনসমাগম ও উৎসাহ দেখছি, তা আমার নিজের রাজ্য গুজরাতেও আগে কখনও দেখিনি।"

তিনি আরও বলেন, "দুপুর ১২টার সময়ে গুজরাতে চাইলেও এমন জনসভা আয়োজন করা সম্ভব হত না। আপনারা প্রতিবারই অভূতপূর্ব সমাবেশ করছেন। এতে স্পষ্ট, ৪ মে-র পর এই রাজ্যে পরিবর্তন আসছে। এই উচ্ছ্বসিত জনসভাগুলি ৪ মে-র ফলাফলের ট্রেলার মাত্র।"

উল্লেখ্য, রাজ্যে দু'দফায় বিধানসভা নির্বাচন হবে ২৩ এপ্রিল ও ২৯ এপ্রিল, এবং ফল ঘোষণা হবে ৪ মে।

সভায় প্রধানমন্ত্রী জানান, বিজেপি ক্ষমতায় এলে গত ১৫ বছরে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে হওয়া দুর্নীতির খতিয়ান তুলে ধরে একটি 'হোয়াইট পেপার' প্রকাশ করা হবে।

তিনি বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেস এখন আতঙ্কিত। তাই তারা প্রচার করছে যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে সমস্ত জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাবে। আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, একটি প্রকল্পও বন্ধ হবে না। বন্ধ হবে শুধু তৃণমূল নেতাদের দুর্নীতি ও লুটের কারবার।"

এছাড়াও, তিনি ঘোষণা করেন যে বিজেপি সরকার গঠিত হলে প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এখানকার তৃণমূল সরকার দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের মানুষকে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছে। বিজেপি সরকার এলেই সেই পরিস্থিতির অবসান হবে।"

পাশাপাশি, তিনি আরও জানান, অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে যেমন ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তেমনই যারা ভুয়ো নথি তৈরি করে তাদের বসবাসে সাহায্য করেছে, তাদের বিরুদ্ধেও কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

পশ্চিম এশিয়া শান্তি প্রক্রিয়ায় পাকিস্তানের 'নতুন ভূমিকা'কেন্দ্রের কূটনীতিকে আক্রমণ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (আইএএনএস): ইসলামাবাদে শুরু হওয়া মার্কিন-ইরান বৈঠকের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রের কূটনৈতিক ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। দলের দাবি, পশ্চিম এশিয়ার শান্তি প্রক্রিয়ায় পাকিস্তানকে 'নতুন ভূমিকা' দেওয়া ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে ভারত সরকার।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (যোগাযোগ) জয়রাম রমেশ সোশ্যাল মিডিয়া 'এক্স'-এ লেখেন, ইসলামাবাদে শুরু হওয়া এই বৈঠক টেকসই শান্তি প্রক্রিয়ার সূচনা হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, ইজরায়েলের প্রতিবেশী অঞ্চলে চলমান আগ্রাসন এই প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

তিনি আরও বলেন, পশ্চিম এশিয়ায় দ্রুত শান্তি ফিরিয়ে আনা জরুরি এবং হরমুজ প্রণালীতে আগের মতো স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে আসা উচিত।

জয়রাম রমেশের অভিযোগ, এই আলোচনায় পাকিস্তানের ভূমিকা ভারতের দীর্ঘদিনের কূটনৈতিক কৌশলযার লক্ষ্য ছিল সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করাতাকে দুর্বল করছে।

এছাড়া তিনি প্রশ্ন তোলেন, ব্রিকস্ জোটের বর্তমান সভাপতি হিসেবে ভারত কেন কোনো শান্তি উদ্যোগ বা মধ্যস্থতার প্রস্তাব দেয়নি, বিশেষ করে যখন ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং সৌদি আরব এই জোটের সদস্য।

কংগ্রেস নেতা আরও দাবি করেন, ২০২৫ সালের এপ্রিলের পহেলগাঁও সন্ত্রাসবাদী হামলার পর পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে ভারতের যে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ছিল, তার পরেও কীভাবে ইসলামাবাদ এই নতুন ভূমিকা পেলতা নিয়ে প্রশ্ন থাকা উচিত।

তিনি অতীতের উদাহরণ টেনে বলেন, মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বাধীন সরকার ২০০৮ সালের মুম্বই সন্ত্রাসবাদী হামলার পর পাকিস্তানকে কার্যকরভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোণঠাসা করেছিল।

শিরোনাম: হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত বাস্তুচ্যুতদের কল্যাণই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার: মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী

ইম্ফল, ১১ এপ্রিল (আইএএনএস): জাতিগত হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের (আইডিপি) কল্যাণ নিশ্চিত করাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য বলে জানালেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ইউমনাম খেমচাঁদ সিং।

শনিবার তিনি ইম্ফলের আকমপাট ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন এবং ৫ এপ্রিল নিখোঁজ হয়ে পরদিন মৃত অবস্থায় উদ্ধার হওয়া ৮ বছরের এক কন্যাশিশুর পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারের হাতে ১০ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলেন, এই ঘটনায় দ্রুত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে এবং সরকারের পক্ষ থেকে সবরকম সাহায্য করা হবে।

ত্রাণ শিবিরে থাকা বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে মুখ্যমন্ত্রী পুনরায় আশ্বাস দেন যে আইডিপিদের পুনর্বাসন ও কল্যাণে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি জানান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সমস্যার কথা শুনে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শিশুটি ৫ এপ্রিল ইম্ফল পূর্ব জেলার আকমপাট ত্রাণ শিবির থেকে নিখোঁজ হয়। পরদিন সিংজামেই সেতুর নীচে ইম্ফল নদী থেকে তার দেহ উদ্ধার করা হয়।

এই ঘটনায় লইশরাম লাঙ্গাম্বা (২৮) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশি জেরায় সে অপহরণ, ধর্ষণ ও খুনের কথা স্বীকার করেছে বলে জানা গেছে। আদালত তাকে পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। বহু আইডিপি ও স্থানীয় বাসিন্দা ইরিলবুং থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান এবং দোষীর কঠোর শাস্তির দাবি জানান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নিরাপত্তারক্ষীরা কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে।

পরে বিক্ষোভকারীদের প্রতিনিধিদল পুলিশের সঙ্গে বৈঠক করে। পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে, দ্রুত তদন্ত সম্পন্ন করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তদন্ত এখনও চলছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এম এল বাড়ি লেইন
প্রস্থবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল :- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

কৃষক সভার ৯০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১১ এপ্রিল: সারা ভারত কৃষক সভার ৯০তম প্রতিষ্ঠা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হল বিলোনিয়ায়। শনিবার সকাল ১১টায় বিলোনিয়া কৃষক সভার জেলা কেন্দ্রে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে মূল কর্মসূচির সূচনা হয়।

এদিন প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত নেতৃত্বরা কৃষক সভার ঐতিহ্য ও ৯০ বছরের সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরেন। পাশাপাশি আগামী দিনে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সংগঠনের দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাবুল দেবনাথ জানান, বিলোনিয়া, সাব্রুম ও শান্তিরবাজার মহকুমা জুড়ে মোট ৩৪টি স্থানে এই প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়েছে।

জেলা কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন প্রবীণ কৃষক নেতা শ্রীমন্ত দে। সভায় বক্তব্য রাখেন কৃষক সভার রাজ্য কার্যকরী কমিটির সদস্য বাসুদেব মজুমদার এবং জেলা সম্পাদক বাবুল দেবনাথ।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, তপশিলী সমন্বয় সমিতির রাজ্য সম্পাদক সুধন দাস, গণআন্দোলনের নেতা বিজয় তিলক, সংগঠনের নেতৃত্ব নির্মল ভৌমিক, মিহীর পাটারী সহ অন্যান্য কর্মী-সমর্থকরা।

উৎসবমুখর পরিবেশে কর্মসূচি পালনের পাশাপাশি কৃষক স্বার্থ রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাকও দেন বক্তারা।

দিনদুপুরে টমটমে চুরি, চাঞ্চল্য

আগরতলা, ১১ এপ্রিল: আবারও দিনদুপুরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল খোয়াই শহরে। এবার টার্গেট এক শিক্ষিকা, যার ব্যাগ থেকে নগদ টাকা উধাও হয়ে যায় চলন্ত টমটমেই।

ঘটনাটি ঘটে খোয়াই বনকর এলাকায়। জানা গেছে, ওই শিক্ষিকা প্রতিদিনের মতো বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হন। পথে নিয়তি প্রেস সংলগ্ন এলাকা থেকে একটি টমটমে ওঠেন। যাওয়ার সময় নিজের ছোট মেয়েকে স্কুলে নামিয়ে দেওয়ার জন্য সাময়িকভাবে কাঁধের ব্যাগটি টমটমে রেখে রাস্তা পার করিয়ে দেন।

শিক্ষিকার দাবি, তিনি গণকি কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। পরে টমটমে করে খোয়াই সুভাষ পার্কস্থিত রাধাকৃষ্ণ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় নামার পর ভাড়া দেওয়ার সময় তিনি দেখতে পান, তার ব্যাগের ভেতরে থাকা মানিব্যাগটি নেই।তিনি জানান, মানিব্যাগে স্কুলের প্রায় ১০ হাজার টাকা এবং তার ব্যক্তিগত ৪ হাজার টাকা ছিল। অর্থাৎ মোট প্রায় ১৪ হাজার টাকা চুরি হয়ে যায়।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, নিয়তি প্রেস এলাকা থেকে রাধাকৃষ্ণ মন্দির পর্যন্ত অল্প দূরত্বের মধ্যেই এই চুরির ঘটনা ঘটে, যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা।ঘটনার পর ওই শিক্ষিকা খোয়াই থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

দিনদুপুরে এমন চুরির ঘটনায় শহরবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

কাব্যলোকের বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ অনুষ্ঠান ১৪-১৫ এপ্রিল, দুই দিনের সাংস্কৃতিক উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল: কাব্যলোকের উদ্যোগে বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আগামী ১৪ ও ১৫ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। গত ২৮ বছর ধরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি ইতিমধ্যেই সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের কাছে এক বিশেষ ঐতিহ্যবাহী উৎসবে পরিণত হয়েছে।

এবারও আগের বছরের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কাব্যলোক আয়োজিত বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ-১৪৩০ উদযাপিত হবে। দুই দিনের এই আয়োজন অনুষ্ঠিত হবে আগরতলার ঐতিহ্যবাহী তুলসীবতী স্কুলের মুক্ত প্রাঙ্গণে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতনামা সঙ্গীত শিল্পী রাজকুমার রায় এবং বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী সৃজনী। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন প্রখ্যাত শিল্পী ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলি তাদের পরিবেশনার মাধ্যমে বাংলার চিরাচরিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরবেন। প্রায় ৩০টি পরিবেশনায় ২০০-রও বেশি শিল্পী অংশ নেবেন এই উৎসবে। গড়িয়া, গাজন, হাজাগরি লোকগান, বাউল গান, ঢোলবাদ্যসহ নানা ধরনের লোকসংস্কৃতির উপস্থাপনা এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে। প্রতিবছরের মতো এ বছরও "কাব্যলোক সম্মান" প্রদান করা হবে। এবছর কাব্যলোক সম্মান-১৪৩৩ পাচ্ছেন রাজ্যের বিশিষ্ট নাট্যকার ও সাহিত্যিক সুবিমল ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ড. মানিক সাহা, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র, ডেপুটি মেয়রসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের।

জঙ্গিপুরে জনসভায়

● প্রথম পাতার পর

বিজেপির সঙ্গে বড় আর্থিক চুক্তির অভিযোগ তোলা হয়েছে, সেই বিষয়টির ইঙ্গিত দিলেও সরাসরি নাম উল্লেখ করেননি মোদী।

জনসভা থেকে তিনি ভোটারদের উদ্দেশে বলেন, "এই ধরনের ভুয়ো ভিডিওতে বিভ্রান্ত হবেন না। বেশি সংখ্যায় ভোট দিন এবং বিজেপিকে জিতিয়ে আনুন।"

এছাড়াও ভারতীয় জনতা পার্টি-এর পক্ষ থেকে তিনি আশ্বাস দেন, কোনওভাবেই পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু বাঙালিদের সংখ্যালঘু হতে দেওয়া হবে না। তিনি বলেন, "একজোট হয়ে ভোট দিন, আমাদের জেতান। প্রতিটি ভোট আমাদের জন্য আশীর্বাদ।"

প্রধানমন্ত্রী আরও দাবি করেন, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ভোটে তৃণমূলকে আর সরকার গড়তে দেওয়া হবে না। তাঁর কথায়, "এই ভোট শুধু সরকার বদলের জন্য নয়, বাংলার পরিচয় রক্ষার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।" রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য কেন্দ্রীয় হারের সমান মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) দেওয়ার আশ্বাসও দেন তিনি। পাশাপাশি জানান, অষ্টম বেতন কমিশন চালুর বিষয়েও আলোচনা চলছে এবং বিজেপি সরকার এলে রাজ্যের কর্মীরাও তার সুবিধা পাবেন।

ভোট দেওয়া ও নির্বাচনে লড়া

● প্রথম পাতার পর

এই মামলাটি রাজস্থানের জেলা দুধ উৎপাদক সমবায় ইউনিয়নগুলির গঠিত কিছু উপ-নিয়ম (বাই-ল'স) নিয়ে ছিল, যেখানে প্রার্থীদের জন্য ন্যূনতম দুধ সরবরাহ ও কার্যক্ষমতার মতো শর্ত আরোপ করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট জানায়, এই শর্তগুলি কেবল প্রার্থী হওয়া বা পদে থাকার যোগ্যতা নির্ধারণ করে, ভোটাধিকারকে খর্ব করে না। আদালতের মতে, রাজস্থান হাইকোর্ট এই দুই বিষয়কে এক করে দেখে ভুল করেছে।

রায়ে আরও বলা হয়েছে, স্ট্যাটিউটরি রাইট হওয়ায় ভোট ও নির্বাচনে লড়ার অধিকার আইন, বিধি বা নিয়মের মাধ্যমে প্রয়োজন অনুযায়ী সীমিত বা নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে, যাতে সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা বজায় থাকে।

সবশেষে, আদালত ওই যোগ্যতার শর্তগুলিকে বৈধ ঘোষণা করে এবং সংশ্লিষ্ট উপ-নিয়মগুলি পুনর্বহাল করেছে।

রাস্তার পাশে মাংস বিক্রি

● প্রথম পাতার পর

করেন। শুনানিতে উচ্চ আদালত ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটিকে নির্দেশ দেয়, তারা যেন আগরতলা পুর নিগমের সঙ্গে সমন্বয় রেখে এই বিষয়ে পদক্ষেপ পর্যবেক্ষণ করে এবং প্রতি মাসে আদালতে অগ্রগতি রিপোর্ট পেশ নিশ্চিত করে।

এছাড়াও, আদালত জানায় যে, আগামী ১৬ জুন ২০২৬ তারিখে মামলাটি পুনরায় শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

মামলার সার্বিক বিষয়টি আদালতের সামনে তুলে ধরেন আবেদনকারী পক্ষের আইনজীবী অংকন তিলক পাল। আদালতের এই নির্দেশের ফলে শহরে অবৈধ মাংস ব্যবসার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক তৎপরতা আরও জোরদার হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

মাত্র ১৩ দিনের শিশুর জটিল কিডনি অস্ত্রোপচারে সাফল্য, টিএমসি হাসপাতালে নজির

আগরতলা, ১১ এপ্রিল: মাত্র ১৩ দিনের এক নবজাতকের জটিল কিডনি অস্ত্রোপচারে সাফল্য পেল ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। চিকিৎসকদের এই সাফল্যে খুশির হাওয়া পরিবার থেকে শুরু করে হাসপাতাল মহলে। জানা গেছে, কমলাসাগর এলাকার লেফুঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা মা মন্দিরা দেববর্মা গত ২৩ মার্চ একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে সিজারিয়ান পদ্ধতিতে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। গর্ভাবস্থার ৮ মাসে সোনোগ্রাফিতে ধরা পড়ে শিশুটির বাম দিকের কিডনিতে গুরুতর সমস্যা রয়েছে এবং প্রস্রাব জমে কিডনি ফুলে উঠছে। জন্মের পর শিশুটিকে শিশু শল্য চিকিৎসক ডা. অনিরুদ্ধ বসাকের পরামর্শে টি.এম.সি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে একাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যায়, শিশুটির বাম কিডনি অত্যন্ত ফুলে গিয়ে প্রায় অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে গত ৭ এপ্রিল জরুরি ভিত্তিতে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রায় দুই ঘণ্টার জটিল অপারেশনের মাধ্যমে চিকিৎসক দল শিশুটির ক্ষতিগ্রস্ত কিডনি অপসারণ করেন। অস্ত্রোপচারের সময় ধরা পড়ে, কিডনিটি জন্মগতভাবে মাল্টিসিস্টিক ডিসপ্লাস্টিক কিডনি, যা অত্যন্ত বিরল এবং ঝুঁকিপূর্ণ একটি অবস্থা।

অস্ত্রোপচারের পর বর্তমানে শিশুটি সুস্থ রয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবে মল-মূত্র ত্যাগ করছে। চিকিৎসকদের মতে, এই ধরনের জটিল অপারেশন এত অল্পবয়সী শিশুর ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠিন হলেও সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা চিকিৎসকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। চিকিৎসক মহলের মতে, ত্রিপুরায় এই ধরনের বিরল রোগের সফল অস্ত্রোপচার প্রথমবারের মতো সম্পন্ন হওয়ায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

বিশ্রামগঞ্জে বিজেপি নেতার

● প্রথম পাতার পর

মারধরের অভিযোগ তোলা হয়েছে। ঘটনার পর আহত বিজেপি নেতা বিশ্রামগঞ্জ থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। পাশাপাশি বিজেপির প্রাক্তন সিপাহীজলা জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেছেন।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এডিসি নির্বাচনের মুখে এমন ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের।মস্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই উত্তেজনা চলছিল। এই হামলার ঘটনার পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

৯,৬২,৬৯৭ জন ভোটার

● প্রথম পাতার পর

ভোটকর্মীদের নিরাপদে নির্ধারিত বুথে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভোটগ্রহণের জন্য প্রায় ৩,৫০০টি ইভিএম প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যা মধ্যপ্রদেশ থেকে আনা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। এগুলি কড়া নিরাপত্তার মধ্যে স্ট্রং রুমে সংরক্ষিত রয়েছে।

পোস্টাল ব্যালট ব্যবস্থাও প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে, যেখানে প্রায় ৯৭ শতাংশ ভোট ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে। বাকি ব্যালট ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়েছে। ভোটারদের আস্থা বাড়াতে বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত ফ্ল্যাগ মার্চ ও টহল চালানো হচ্ছে।

নির্বাচন উপলক্ষে ১০ এপ্রিল বিকেল ৪টা থেকে ১৩ এপ্রিল সকাল ৬টা পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক আইন অনুযায়ী বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। একইসঙ্গে ৪৮ ঘণ্টার নীরবতা পর্ব কার্যকর রয়েছে, যার মধ্যে কোনো ধরনের প্রচার বা নির্বাচনী কার্যক্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

১১ এপ্রিল থেকে নিরাপত্তার মধ্যে ভোটকর্মীদের বুথে পাঠানোর কাজ শুরু হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। ভোটকেন্দ্রে ভোটার ও কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত মৌলিক সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। যেসব ভোটারের কাছে ইপিক কার্ড নেই, তাঁদের জন্য আধার, প্যান, পাসপোর্টসহ অন্যান্য বিকল্প পরিচয়পত্র ব্যবহারের সুযোগ রাখা হয়েছে। পাশাপাশি, নির্বাচনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপের ভিডিওগ্রাফি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে।

উল্লেখ্য, এই নির্বাচনের ভোটগণনা আগামী ১৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য প্রশিক্ষিত কর্মী ও ইসিআইএল ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়োগ করা হয়েছে, যাতে দ্রুত ও নির্ভুলভাবে ফলাফল ঘোষণা করা যায়।

এদিকে, রাত পোহালেই ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (এডিসি) নির্বাচন। সেই প্রেক্ষিতে শনিবার কিরীট বিক্রম ইনস্টিটিউশন প্রাঙ্গণ থেকে ইভিএম মেশিন ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে ভোটকর্মীরা নিজ নিজ পোলিং স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ২২ কাঠালিয়া মির্জা রাজাপুর আসনে মোট ৬২টি এবং ২০ কিল্লা বাগমা আসনে ৪৬টি পোলিং স্টেশন রয়েছে। সব মিলিয়ে এই দুই আসনে মোট ১০৮টি পোলিং স্টেশনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিটি পোলিং স্টেশনে পাঁচজন করে পোলিং কর্মী এবং পাঁচজন করে নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে এবং শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করতে প্রশাসন সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়েছে।

এ বিষয়ে রিটার্নিং অফিসার ত্রিদিপ সরকার জানান, নির্বাচনকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সমস্ত রকম প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি পোলিং স্টেশনে পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভোটারদের নির্ভয়ে ভোটদানে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদের নোটিশ

● প্রথম পাতার পর

পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই এই ধরনের পদক্ষেপকে 'চরম অমানবিক' বলে আখ্যা দিয়েছে সিপিআই(এম)।

দলটির অভিযোগ, দীর্ঘ বছর ধরে ওই এলাকায় বসবাসকারী পরিবারগুলির অধিকাংশই গরীব ও শ্রমজীবী, যারা কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে স্বল্প আয়ে জীবনযাপন করেন। এই পরিবারগুলিকে উপযুক্ত পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদের চেষ্টা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য নয় বলে সিপিআই(এম) জানিয়েছে।

সিপিআই(এম) নেতৃত্বের দাবি, আগরতলা শহরে পূর্ববর্তী বামফ্রন্ট সরকারের সময় আবাসন তৈরি করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করেই বিভিন্ন এলাকা খালি করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার ও আগরতলা পুর নিগম পুনর্বাসনের নিশ্চয়তা ছাড়াই গরীব মানুষের বসতি উচ্ছেদের পথে হাঁটছে, যা নিন্দনীয়।

শনিবার সিপিআই(এম)-এর সদর মহকুমা সম্পাদক অমল চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অভয়নগর এলাকায় গিয়ে উচ্ছেদের নোটিশপ্রাপ্ত পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলে। প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য বিশ্বজিৎ দেব, অভয়নগর লোকাল কমিটির সম্পাদক প্রসেনজিৎ সিনহা, পার্টি নেতা গৌতম দেব, কৌশিক চক্রবর্তী, কাজলরেখা সিনহা সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্ব।

এলাকাবাসীরা জানান, তারা বহু বছর ধরে ওই এলাকায় বসবাস করছেন এবং ঘরবাড়ি নির্মাণের পর থেকে নিয়মিতভাবে পুর নিগমে সম্পত্তি কর, বিদ্যুৎ বিলসহ অন্যান্য পরিষেবার বিল পরিশোধ করে আসছেন। তা সত্ত্বেও হঠাৎ করে উচ্ছেদের নোটিশ জারিতে তারা বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন। নিম্নবিত্ত এই পরিবারগুলির বিকল্প কোনো বাসস্থানের ব্যবস্থা না থাকায় তাদের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এদিন সিপিআই(এম) নেতৃত্ব এলাকাবাসীদের আশ্বস্ত করে জানায়, পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে দল সর্বতোভাবে তাদের পাশে থাকবে।

একইসঙ্গে সিপিআই(এম) সদর মহকুমা কমিটি আগরতলা পুর নিগমের জারি করা উচ্ছেদের নোটিশ অবিলম্বে প্রত্যাহার এবং সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলির জন্য সুবিধাজনক স্থানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে।

ক্রীড়াঙ্গন

কাজল স্মৃতি ফুটবলের ফাইনালে আজ এসডিএম - স্পোর্টস স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ। নির্ধারিত সময়ের খেলা দুই-দুই গোলে ড্র। পরবর্তী সময়ে টাই ব্রেকারে পেনাল্টি শুটে শ্বাসরুদ্ধকর জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। টাই ভেঙ্গে এই দুরন্ত জয়ের সুবাদে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল কাজল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে খেলবে। আয়োজক ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। কাজল স্মৃতি অনুর্ধ ১৪ বালকদের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল টাই ভেঙে ৬-৫ গোলের ব্যবধানে সাই এসটিসি-কে পরাজিত করে ফাইনালে উন্নীত হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের খেলা দুই-দুই গোলে ড্র তে অমীমাংসিত অবস্থায় ছিল। এর আগে বেলা ২:০০ টায় প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচে সুধন্য দেববর্মা মেমোরিয়াল স্কুল ফুটবল ক্লাব ন্যূনতম গোলের ব্যবধানে কাতলামারা হাই স্কুল দলকে পরাজিত করে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর দ্বিতীয়ার্ধের ১৪ মিনিটের মাথায় সুধন্য দেববর্মা মেমোরিয়াল স্কুল ফুটবল ক্লাবের সান জমাতিয়া একটি গোল করে দলকে এক শূন্যতে এগিয়ে দেয়। পরবর্তী সময়ে কোনও দলের কেউ আর দ্বিতীয় গোলের সুযোগ পায়নি বলে সান জমাতিয়ার গোলটিই জয়সূচক গোলের স্বীকৃতি পায়। সুধন্য দেববর্মা মেমোরিয়াল স্কুল ফুটবল ক্লাব ও ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের মধ্যে ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল বিকেল সাড়ে তিনটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

শুভমের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে বিসিসি-কে হারিয়ে ১ম জয় সংহতির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে সংহতি ক্লাব। হারিয়েছে বনমালী পুর ক্রিকেট ক্লাবকে ৬৯ রানের বড় ব্যবধানে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে টুর্নামেন্টে। রাজ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সমীরন চক্রবর্তী টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। প্রথম দুই ম্যাচে যথাক্রমে ব্লাড মাউতের কাছে ৪ উইকেটে এবং শতদল সংঘের কাছে ৫ উইকেটের ব্যবধানে পরাজিত হলেও তৃতীয় ম্যাচের মাথায় ঠিক জয় ছিনিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে সংহতি ক্লাব। বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবের পক্ষে এটি টানা দ্বিতীয় পরাজয়। প্রথম ম্যাচে তারা পরাজয়ের শিকার হয়েছিল ওল্ড প্লে সেন্টারের কাছে সাত উইকেট এর ব্যবধানে। আজ সকালে এমবিবি স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরুতে সংহতি ক্লাব প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত কুড়ি ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ১৫৩ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে শুভম সূত্রধরের ৫১ রান এবং অনিরুদ্ধ দাসের ৩৬ রান উল্লেখযোগ্য। বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবের সিদ্ধার্থ দেবনাথ ২৬ রানে তিনটি এবং অনুপ পাল ২১ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। শুভম ৩৮ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫১ রান পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সংহতির ব্যাটার্সরা অল্পেতেই উইকেট হারিয়ে ফিরতে থাকেন। ১৪ ওভার তিন বল খেলে ৮৪ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। সন্দীপন দাস সর্বাধিক ১৮ রান সংগ্রহ করেছিল। সংহতির সম্রাট বিশ্বাস একাই নয় রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে দলের জয় অনেকটা নিশ্চিত করে দেয়। এছাড়া, তুহিন দেবনাথ ১৫ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। ব্যাটে বলে দারুন পারফরম্যান্সের সুবাদে অধিনায়ক শুভম সূত্রধর ম্যাচের সেরার খেতাবও পেয়েছে।

আনন্দ, শ্রীদামের অনবদ্য ব্যাটিংয়ে ওপিসি-কে হারিয়ে ব্লাডমাউথ জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেই এগুচ্ছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। প্রথম ম্যাচে সংহতি-কে চার উইকেটে হারানোর পর আজ শনিবার দ্বিতীয় ম্যাচে ওল্ড প্লে সেন্টারকে ৫ উইকেট এর ব্যবধানে পরাজিত করে ব্লাড মাউথ টানা জয়ের মধ্যে রয়েছে। বেলা একটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরুতে ওল্ড প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৯০ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে দ্বীপায়ন দেববর্মা সর্বাধিক ৬৬ রান পায়। দ্বীপায়ন ৩৭ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৬৬ রান সংগ্রহ করে। ব্লাড মাউথ ক্লাবের মনি শংকর মুরাসিং ২৫ রানে এবং উদিয়ান বোস ৪৩ রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ব্লাড মাউথ ক্লাবের আনন্দ ভৌমিক ও শ্রীদাম পালের অনবদ্য ব্যাটিংয়ে দল নির্ধারিত ২০ ওভার শেষ হবার ১০ গোল বাকি থাকতে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। আনন্দ ভৌমিক ৩৭ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৬২ রান পায়। শ্রীদাম পাল সংগ্রহ করেছে ৫০ রান ৩৪ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি মেরে। ওল্ড প্লে সেন্টারের হর্ষ শর্মা ২২ রানে একটি উইকেট পেয়েছিল। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে আনন্দ ভৌমিক পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

১১৮ কোটি খরচ, তবু আইপিএলে মহার্ঘ ক্রিকেটারেরা এখনও জ্বলে উঠতে ব্যর্থ, কে কেমন খেলেছেন?

আইপিএলে প্রতিটি দলই কমপক্ষে তিনটি করে ম্যাচ খেলে ফেলেছে। পারফরম্যান্সের বিচারে লিগ তালিকায় কেউ উপরের দিকে, কেউ নীচের দিকে। প্রত্যেকেই নিজেদের মতো করে লিগ জেতার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। আইপিএলে প্রতিটি দলই নির্দিষ্ট কিছু ক্রিকেটার কিনতে কোটি কোটি টাকা খরচ করেছে। কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী কেউই খেলতে পারছেন না। আইপিএলের মাঝপথ আসার আগেই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে, পুরো টাকা জলে গেল কি না।

ঋষভ পন্থ (২৭ কোটি) এবং শ্রেয়স আয়ারকে (২৬.৭৫ কোটি) বাদ দিলে বাকি ১০ জন সবচেয়ে দামি ক্রিকেটারের মিলিত মূল্য ১২৫.২০ কোটি টাকা। সেই তালিকায় রবি বিশ্নোই (৭.২০ কোটি) খারাপ খেলছেন না। তাঁকেও যদি বাদ দেওয়া যায়, তা হলে মিলিত মূল্য এসে দাঁড়ায় ১১৮ কোটি টাকায়। এই টাকা খরচের পরেও সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারেরা প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স উপহার দিতে পারছেন না।

১. ক্যামেরন গ্রিন (২৫.২০ কোটি)

তালিকায় সকলের আগে থাকবে তাঁর নাম। কেকেআর তহবিল উজাড় করে দিয়েছিল তাঁকে নিতে। আন্দ্রে রাসেলের উত্তরসূরি হিসাবে ভাবা হচ্ছিল। যা খেলেছেন তাতে রাসেলের উত্তরসূরি তো দূর, এখনও ২০ শতাংশও হতে পারেননি। এমনিতেই প্রথম তিন ম্যাচে বল করেননি। চতুর্থ ম্যাচে বল করে দু'ওভারে ২৮ রান হজম করে একটি উইকেট নিলেন। চার ম্যাচে অবদান ৫৬ রান। তার থেকে একটু বেশি প্রত্যাশা থাকাই স্বাভাবিক।

২. মাতিশা পাতিরানা (১৮ কোটি)

বহু কোটি খরচ করে চেন্নাইয়ে সফল হওয়া ক্রিকেটারকে কিনেছিল কেকেআর। ফিটনেস সমস্যায় তিনি এখনও খেলতেই পারেননি। কবে আসবেন তারও কোনও ঠিক নেই। পাতিরানা না থাকায় কেকেআরের বোলিং বেশ দুর্বল। ডেথ ওভারে বল করার বা উইকেট নেওয়ার সুযোগ্য বোলার পাওয়া যাচ্ছে না।

৩. কার্তিক শর্মা (১৪.২০ কোটি)

তিনটি ম্যাচ খেলেছেন। এখনও দলের হয়ে দু'অঙ্কের রান পেরোতে পারেননি। ভবিষ্যৎ প্রতিভা তুলে আনার লক্ষ্যে দুই তরুণ তুর্কির উপরে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে চেন্নাই। একজন কার্তিক, অপরজন প্রশান্ত। কেউই এখনও প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি।

৪. প্রশান্ত বীর (১৪.২০ কোটি)

এত দিনে তিনটি ম্যাচে খেলেছেন কার্তিক। তার মধ্যে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ৪৩ রান করলেও দল হেরেছিল। তার পর থেকে এমন কিছু করে দেখাতে পারেননি যে জন্য শিরোনামে আসবেন। তরুণ তুর্কি হতাশ করছেন প্রতিটি ম্যাচেই।

৫. লিয়াম লিভিংস্টোন (১৩ কোটি)

আইপিএল জয়ী বেঙ্গালুরু থেকে তাঁকে অনেক দাম দিয়ে কিনেছে হায়দরাবাদ। কিন্তু দলের কম্বিনেশনের কারণে মাত্র একটিই ম্যাচ খেলেছেন। করেছেন ১৪ রান। লিভিংস্টোন ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি দরকারে বলও করতে পারেন। তাঁকে বসিয়ে রেখে হায়দরাবাদ ভুল করছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

৬. মুস্তাফিজুর রহমান (৯.২০ কোটি)

আইপিএল শুরুর আগেই বোর্ডের নির্দেশে কেকেআর ছেড়ে দিয়েছিল তাঁকে। সেই ঘটনা নিয়ে অনেক জল বয়েছে। মুস্তাফিজুরের জায়গায় আসা ব্লেসিং মুজারাবানি মোটামুটি খারাপ বল করছেন না। তবে অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে।

৭. জশ ইংলিস (৮.৬০ কোটি)

এখনও পর্যন্ত তিনি ম্যাচ খেলতে পারেননি। লখনউ নিয়েছে তাঁকে। ইংলিশকে ঠাঁই দিতে গেলে মিচেল মার্শ বা এডেন মার্করামের মধ্যে কাউকে বসাতে হবে। সেই ঝুঁকি এখনও লখনউ নেয়নি।

৮. আকিব নবি (৮.৪০ কোটি)

ঘরোয়া ক্রিকেটে ভাল পারফর্ম করেছেন। জম্মু ও কাশ্মীরকে প্রথম বার রঞ্জি জিতিয়েছেন। কিন্তু আইপিএলে এখনও নিজের পায়ের তলায় জমি খুঁজে পাননি। অনেক দাম দিলেও দিল্লি এখনও তাঁর উপরে ভরসা দেখাতে পারেনি।

৯. রবি বিশ্নোই (৭.২০ কোটি)

তালিকায় একমাত্র ক্রিকেটার, যিনি নজর কেড়েছেন। ভারতীয় দলের হয়ে খেলে আবার বাদও পড়েছেন। তিন ম্যাচে সাত উইকেট নেওয়া বিশ্নোই গোটা প্রতিযোগিতায় এ রকমই খেললে আবার জাতীয় দলের দরজা খুলতে পারে।১০. জেসন হোল্ডার (৭.২০ কোটি)

তিনিও দলের কম্বিনেশনের কারণে খেলতে পারছেন না। এখনও একটিও ম্যাচে খেলেননি।

ধোনির কামব্যাকের দিনক্ষণ চূড়ান্ত, হারের হ্যাটট্রিকের পর চেন্নাইয়ের জন্য আরও এক সুখবর!

হারের হ্যাটট্রিকে বিধ্বস্ত চেন্নাই সুপার কিংস। তরুণ থেকে অভিজ্ঞ — সবাই ডাহা ফেল। এই পরিস্থিতিতে মহেন্দ্র সিং ধোনির অভাব হাড়েহাড়ে বুঝতে পারছে সিএসকে। শুধু ব্যাটার বা উইকেটকিপার নন। নেতা ধোনির অভাব হাড়েহাড়ে বুঝতে পারছে সিএসকে। তবে জোড়া সুখবর রুতুরাজ গায়কোয়াড়দের জন্য। ধোনির সঙ্গে ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের প্রত্যাবর্তনের দিনক্ষণও মোটামুটি ঠিক হয়ে গেল।

প্রস্তুতি শিবিরে কাফ মাসলে চোট পেয়েছিলেন ধোনি। সেই কারণে প্রথম তিন ম্যাচে খেলতে পারেননি। প্রথমে মনে করা হয়েছিল আইপিএলের প্রথম দু'সপ্তাহ খেলতে পারবেন না এমএসডি। পরে সেই প্রতীক্ষা আরও দীর্ঘায়িত হয়। ১১ এপ্রিল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধেও মাঠে নামতে পারবেন না। কিন্তু রেভস্পোর্টসের খবর অনুযায়ী তার পরের ম্যাচেই দেখা যাবে ধোনিকে। ১৫ এপ্রিল চেন্নাইয়ের স্টেডিয়ামে নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে প্রত্যাবর্তনের জন্য তৈরি থালা।

সেই সঙ্গে আরও একটি সুখবর থাকছে চেন্নাই ভক্তদের জন্য। দিল্লি ম্যাচে দলে ফিরতে পারেন দলের নির্ভরযোগ্য মিডল অর্ডার ব্যাটার ডেওয়াল্ড ব্রেভিসও। এখনও পর্যন্ত আইপিএলে তিনটি বিদেশির বেশি খেলায়নি সিএসকে। নূর আহমেদ, ম্যাট হেনরি বা জেমি ওভারটন-তিনজনই বোলার। টপ অর্ডার বা মিডল অর্ডারে কোনও বিদেশি নেই। সেখানে ব্রেভিস ও ধোনি দলে ঢুকে গেলে শুধু ব্যাটিং শক্তিশালী হবে না, দলের মধ্যে লড়াকু মানসিকতাও আসবে। প্রোটিয়া তারকা ফিরলে অনেকটাই অক্সিজেন পাবে সিএসকে।

অন্যদিকে ধোনির অনুপস্থিতি যে দলকে ভোগাচ্ছে, তা স্পষ্ট পারফরম্যান্সেই। আইপিএল ২০২৬-এ এখনও জয়ের মুখ দেখেনি সিএসকে। প্রথম ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালসের কাছে বড় হার, তারপর পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে পরাজয়। সব শেষে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে ৪৩ রানে হারের পর পয়েন্ট তালিকার একেবারে তলানিতে নেমে গিয়েছে সিএসকে। তাদের নেট রান রেটও উদ্বেগজনক (-২.৫১৭)।

কে বুমরাহ, কে হ্যাজেলউড? তারকা বোলারদের পিটিয়ে ফের রেকর্ডের বৃষ্টি বৈভবের ব্যাটে

কে বুমরাহ, কে হ্যাজেলউড, কে ভুবনেশ্বর কুমার। বৈভব সূর্যবংশী বিপক্ষের বোলার দেখে না! তার দর্শন খুব সহজ। বল দেখো, মারো। সামনে কে আছে, কী বল করবে, অতো ভেবে লাভ নেই। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ১৫ বলে হাফসেঞ্চুরি। শেষ পর্যন্ত মাত্র ২৮ বলে ৭৬ রান। যার সুবাদে নয়া নজিরও গড়ে ফেলল ১৫ বছরের বিস্ময় প্রতিভা।

আরসিবি'র ২০২ রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা দারুণ করে বৈভব। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে বুমরাহর প্রথম বলে ছক্কা হাঁকিয়েছিল। এদিন ভুবনেশ্বর কুমার ও জশ হ্যাজেলউড, দু'জনের প্রথম বলেই চার মারল। হ্যাজেলউডের এক ওভারে বৈভব তুলল ১৯ রান। হাফসেঞ্চুরি এল মাত্র ১৫ বলে। সে বল আপনি যেখানেই করুন, স্লোয়ার-ইয়র্কার-লাইন, সব বলই মাঠের বাইরে। থামল ৭৬ রানে। ইনিংসে ছিল ৭টি ছয়, ৮টি চার। স্ট্রাইক রেট ৩০০। বৈভব সূর্যবংশীর কাছে ম্লান বিরাট কোহলি! লাইনটা লিখলেও অস্বস্তি থেকে যাওয়া খুব স্বাভাবিক।

বৈভবের ১৫ বলে হাফসেঞ্চুরি ভারতীয়দের মধ্যে তৃতীয় স্থানে। সে আইপিএলের ইতিহাসে যৌথভাবে তৃতীয় দ্রুততম হাফসেঞ্চুরি করা ভারতীয় ব্যাটার। ১৫ বলে হাফসেঞ্চুরি আর কার আছে জানেন? বৈভবেরই। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে এরবারই করেছে সে। এছাড়া ইউসুফ পাঠানও ১৫ বলে এই রান করেছিলেন। এই তালিকায় সবার উপরে যশস্বী জয়সওয়াল। ১৩ বলে হাফসেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি।

জস বাটলার: ৩ বার
বৈভব সূর্যবংশী: ৩ বার
যশস্বী জয়সওয়াল: ২ বার
মাইকেল লাম্ব: ১ বার
বেন স্টোকস: ১ বার
নীতীশ রানা: ১ বার

বৈভবের নজির এখানেই শেষ হচ্ছে না। পাওয়ার প্লেতে তিনবার ৫০-র বেশি রান করল সে। জস বাটলারের সঙ্গে একই সঙ্গে রয়েছে ১৫ বছরের ক্রিকেটার। এছাড়া আইপিএলে ২০ বলের কমে সবচেয়ে বেশি হাফসেঞ্চুরি করার তালিকাতেও তার নাম আছে। বৈভব এই নজির গড়ল তিনবার। তবে নিকোলাস পুরান ৪ বার ২০ বলের কমে হাফসেঞ্চুরি করেছেন।

৪ বার — নিকোলাস পুরান
৪ বার — অভিষেক শর্মা
৩ বার — জ্যাক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক
৩ বার — ট্র্যাভিস হেড
৩ বার — বৈভব সূর্যবংশী*

টি-টোয়েন্টি ঘরোয়া ক্রিকেটে হার্ভে-কে হারিয়ে কসমো জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের সারণীতেই রয়েছে কসমোপলিটন ক্লাব। প্রথম ম্যাচের মতো দ্বিতীয় ম্যাচেও আজ কসমোপলিটন পাঁচ উইকেট এর ব্যবধানে হার্ভে কে পরাজিত করে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে। প্রথম ম্যাচে মৌচাক ক্লাব কে ৬ উইকেট এর ব্যবধানে পরাজিত করেছিল। টিআইটি গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে আটটায় ম্যাচ শুরুতে হার্ভে ক্লাব প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ১৩৬ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সন্দীপ সরোজ ও আরমান হোসেন দুজনেই ৩০ করে রান পায়। কসমোপলিটনের বোলার শারুখ হোসেন ২৩ রানে চারটি এবং শংকর পাল ১৬ রানে তিনটি উইকেট তুলে নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কসমোপলিটন ক্লাবের ব্যাটার্সরা শুরুতে তেমন রাণের গতি না পেলেও শেষ দিকে একেবারে অন্তিম ওভারে এসে পাঁচ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। ঠিক পাঁচ বল বাকি থাকতে কসমোপলিটন জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। রিয়াজ উদ্দিনের ৩২ রান এবং তন্ময় দাশের ২৬ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। হার্ভের শুভম ঘোষ, পান্থ দেববর্মা, শুভজিৎ দাস ও সাহিল সুলতান প্রত্যেকে একটি উইকেট পেয়েছিল। বলে ব্যাটে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে শংকর পাল পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

ইউ: ফ্রেন্ডসকে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ পেলো পোলস্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ভাইটাল ম্যাচে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে পোলস্টার ক্লাব। চলতি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে এটি তাদের প্রথম জয়। কেননা প্রথম ম্যাচে ওল্ড প্লে সেন্টারের সঙ্গে বৃষ্টি ও ওয়েটফিল্ড ভেজা থাকার কারণে খেলাটি পরিত্যক্ত হয়েছিল। পক্ষান্তরে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস দ্বিতীয় ম্যাচে হারলো আজ। প্রথম ম্যাচে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস, শতদল সংঘের কাছে ২০৭ রানে হেরেছিল। আজ শনিবার পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ১৭ ওভার ১ বল খেলে ৯২ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। দলের পক্ষে মোঃ আল বাহার সর্বাধিক ২২ রান পায়। পোলস্টার ক্লাবের মিজানুর রহমান পোদ্দার ১৫ রানে তিনটি উইকেট তুলে নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে পোলস্টার ক্লাবের পৌরুষ, নির্ময়রা ১৫ ওভার ৪ বল খেলে ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। পৌরুষ মিশ্র ও নির্ণয় দেব দুজনেই ১৭ করে রান পায়। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর দেবপ্রসাদ সিংহ একাই তিনটি উইকেট পেয়েছিল ১৩ রানের বিনিময়ে। তবে দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতি হিসেবে মিজানুর রহমান পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

সমীরন স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে প্রথম জয় চলমান সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে চলমান সংঘ। হারিয়েছে মৌচাক ক্লাবকে ২৯ রানের ব্যবধানে। এই প্রথম জয়ের সুবাদে চলমান সংঘ এক প্রকার ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। প্রথম ম্যাচে হার্ভের কাছে ৩ উইকেটে পরাজিত হয়ে চলমান সংঘ অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিল। আজ শনিবার বেলা একটায় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে চলমান সংঘ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত কুড়ি ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৫৬ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অজিত বার্মার ৪১ রান, অর্কজিৎ পাল ও প্রিতুলের ৩৪ করে রান উল্লেখ করার মতো। মৌচাক ক্লাবের সিকান্দর কুমার ৩২ রানে তিনটি এবং আব্দুল কালাম ২৩ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নামলে মৌচাকের ব্যাটার্সরা ৭ উইকেট হারিয়ে ১২৭ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত কুড়ি ওভার ফুরিয়ে যায়। দলের পক্ষে অধিনায়ক রবি শংকর মুরা সিং সর্বাধিক ৩২ রান পেয়েছিল। চলমান সঙ্গে কৃষ্ণধন নমঃ দেবোত্তম ঘোষ, অজিত বার্মা প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। ব্যাটে বলে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে অজিত বার্মা পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

ইউনাইটেড বিএসটি-কে হারিয়ে জয়নগরের জয়ের ধারা অব্যাহত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দ্বিতীয় ম্যাচেও টানা জয়। এক কথায় জয়ের সারণীতেই রয়েছে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব। প্রথম ম্যাচের মতো দ্বিতীয় ম্যাচেও আজ জেসিসি ৮ উইকেট এর ব্যবধানে ইউনাইটেড বিএসটি কে পরাজিত করে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে। প্রথম ম্যাচে হার্ভে ক্লাব কে ৬ উইকেট এর ব্যবধানে পরাজিত করেছিল। টিআইটি গ্রাউন্ডে বেলা একটায় ম্যাচ শুরুতে ইউনাইটেড বিএসটি প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেলেও অনেকটা ফ্লপ খায়। নির্ধারিত ২০ ওভারের পিনবল বাকি থাকতে ৭৪ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে সৌরভ দাসের ২৪ রান এবং দীপঙ্কর ভাটনগরের ২৩ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের বিক্রম দেবনাথ ১৪ রানে এবং সানি সিং ১৮ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব ১০ বার ৩ বল গোল খেলে ২ উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে দুর্লভ রায় ২৮ বল খেলে ছটি বাউন্ডারি মেরে সর্বাধিক ৩২ রান সংগ্রহ করেছিল। ইউনাইটেড বি এস টি-র অঙ্কিত কুমার দুটি উইকেট পেয়েছিল ১৯ রানের বিনিময়ে। বলে ব্যাটে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে সানি সিং পেয়েছে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাব।

রিয়ালের দুর্দশা আরও বাড়ল রেফারিং নিয়ে প্রশ্ন কোচের

এপ্রিলে এখন পর্যন্ত তিন ম্যাচ খেলেছে রিয়াল মাদ্রিদ। পয়েন্ট খুইয়েছে তিনটিতেই। যার সর্বশেষটি গতকাল রাতে লা লিগায় জিরোনার সঙ্গে ১-১ সমতায়। এর আগে লিগে মায়োর্কার কাছে এবং চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে ২-১ ব্যবধানে হেরেছিল দলটি।

জিরোনার সঙ্গে পয়েন্ট ভাগাভাগির কারণে রিয়ালের শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা অনেকটাই কমেছে। আজ বার্সেলোনা নিজেদের মাঠে এস্পানিওলকে হারাতে পারলে রিয়াল তাদের চেয়ে ৯ পয়েন্টে পিছিয়ে যাবে। এরপর লিগ শিরোপা লড়াইয়ে হাতে থাকবে মাত্র সাত ম্যাচ।

তবে জিরোনার বিপক্ষে ম্যাচ জিততে না পারার পেছনে নিজেদের ব্যর্থতার পাশাপাশি রেফারিকেও দুষছেন সমর্থকেরা। ম্যাচের পর কোচ আলভারো আরবেলোয়া একটি পেনাল্টি না পাওয়া নিয়ে অসন্তোষও প্রকাশ করেছেন।

সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর ম্যাচটিতে ৫১ মিনিটে ফেদে ভালভের্দে গোল করার পর ৬২ মিনিটে থমাস লেমারের সৌজন্যে সমতা আনে জিরোনা। ম্যাচ শেষ দিকে গড়ায় ওই ১-১ স্কোরলাইনেই। এর মধ্যে ৮৭ মিনিটে জিরোনা বক্সে বল নিয়ে ঢোকা এমবাপ্পে ফাউলের শিকার হয়ে মাটিতে পড়ে যান। তবে রেফারি ফাউলের বাঁশি না বাজিয়ে খেলা চালু রাখেন।

পরে দেখা যায় এমবাপ্পের কপাল পেয়ে রক্ত ঝরছে। ভিডিও রিপ্লেতে দেখা যায়, বক্সে ঢোকার পর জিরোনা ডিফেন্ডার ভিতর রেইসের হাতের আঘাত পেয়েছেন এমবাপ্পে। রেফারি বা ভিএআর স্পষ্টত বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। ওই সময় পেনাল্টি পেলে ম্যাচের ফল রিয়ালের অনুকূলে থাকতে পারত বলে ম্যাচশেষে রেফারিং নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন রিয়াল কোচ। সম্ভাব্য পেনাল্টি নিয়ে জিজ্ঞেস করা হলে আরবেলোয়া বলেন, 'এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার পেনাল্টি ছিল। এটা আসলে আরও একটা উদাহরণ (সিদ্ধান্ত পক্ষে না আসার)। আবারও পুরোনো ঘটনা।'২১০২০২৬ সালের বিশ্বকাপে ফেরার ইঙ্গিত দিয়ে নতুন করে আলোচনায় এসেছেন উরুগুয়ের কিংবদন্তি ফরোয়ার্ড লুইস সুয়ারেজ। সংবাদমাধ্যম ইএসপিএন জানিয়েছে, সম্প্রতি উরুগুয়ের সংবাদমাধ্যম 'দিয়ারিও ওভাসিওন'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সুয়ারেজ বলেন, জাতীয় দল চাইলে তিনি বিশ্বকাপ খেলতে অবসর ভেঙে ফিরতে প্রস্তুত। এই মন্তব্যে ৩৯ বছর বয়সী সুয়ারেজকে আবার বিশ্বকাপে দেখার সম্ভাবনা জোরালো হলো।

২০২৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মন্তেভিদিওতে সংবাদ সম্মেলনে সজল চোখে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দেন সুয়ারেজ। তখন তিনি বলেছিলেন, 'সময় হয়েছে সরে দাঁড়ানোর। জাতীয় দল থেকে অবসর নেওয়ার সাহস অর্জন করতে পেরেছি।'

বিপুল অর্থ ও গাঁজা উদ্ধার ঘিরে মধুপুরে চাঞ্চল্য

আগরতলা, ১১ এপ্রিল: মধুপুর থানাধীন ৩০ কার্ড এলাকায় এনসিবি ও বিএসএ-এর যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ ও গাঁজা উদ্ধার হওয়ায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

সূত্রের খবর, চিন্তা হরণ নম নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে শুক্রবার বিকেল প্রায় ৪টা থেকে শুরু হয় এই বিশেষ অভিযান, যা চলে গভীর রাত ১টা পর্যন্ত। প্রায় ২৩৫ জন জওয়ান এই অভিযানে অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন এনসিবি ও বিএসএফের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকও।

অভিযান চলাকালীন বাহিনীর সদস্যরা বাড়িতে ঢোকার আগেই পরিবারের অধিকাংশ সদস্য পালিয়ে যায়। বাড়িতে তখন উপস্থিত ছিল কেবল চিন্তা হরণ নমের ছেলের পুত্রবধূ ও একটি শিশু। প্রথমে ওই মহিলা ঘরের চাবি দিতে অস্বীকার করে দরজা বন্ধ করে রাখলেও পরে চাপের মুখে চাবি দিতে বাধ্য হন।

এরপর তল্লাশি চালিয়ে জওয়ানরা বাড়ির বিভিন্ন আলমারি, স্যুটকেস ও অন্যান্য স্থান খতিয়ে দেখে একটি গোপন আন্ডারগ্রাউন্ড ঘরের সন্ধান পায়। সেখানে আলমারি ভেঙে উদ্ধার করা হয় নগদ ৩৩ লক্ষ ৬২ হাজার ৫০০ টাকা। পাশাপাশি অন্য একটি ঘর থেকে উদ্ধার হয় ৫১ কেজি ১২৫ গ্রাম শুকনো গাঁজা। অভিযান শেষে রাত ১টা নাগাদ ওই গৃহবধূ ও শিশুটিকে মধুপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। শনিবার সকালে এনসিবি ও বিএসএফের আধিকারিকরা থানায় এসে উদ্ধার হওয়া টাকার হিসাবনিকাশ সম্পন্ন করেন। এদিকে, অভিযানের পর পালিয়ে যাওয়া চিন্তা হরণ নম পরে এনসিবি ও বিএসএফের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া গাঁজার মূল মালিক হিসেবে তার বড় ছেলে প্রসেনজিৎ নমের নাম উঠে এসেছে। তার বিরুদ্ধে এনসিবি মামলা দায়ের করেছে এবং পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার জন্য মামলাটি মধুপুর থানার পুলিশের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে। অভিযান চলাকালীন বাড়ি থেকে প্রায় এক কেজিরও বেশি স্বর্ণ উদ্ধার করা হলেও বৈধ কাগজপত্র প্রদর্শন করায় তা পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রসেনজিৎ নমের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে তদন্ত শুরু করেছে এনসিবি ও বিএসএফ। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং স্থানীয়দের মধ্যে নানা আলোচনা শুরু হয়েছে।

পুকুরে ভাসল বাইক, মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল: ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে বিশালগড়ের চেলিখলা ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায়, যা ঘিরে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

মৃত যুবকের নাম রাকিব হোসেন, বাড়ি রহিমপুরে। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন চন্দন দাস নামে আরও এক ব্যক্তি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, একটি বাইক ও বাইসাইকেলের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল কর্মীরা। আহত দু'জনকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাদের অবস্থার অবনতি হওয়ায় জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। তবে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে অ্যাম্বুলেন্সেই মৃত্যু হয় বাইক চালক রাকিব হোসেনের।

জানা গেছে, চন্দন দাস ছিলেন বাইসাইকেল আরোহী এবং তিনি বর্তমানে চিকিৎসাধীন।

দুর্ঘটনার পর বাইকটি রাস্তার পাশের একটি পুকুরে পড়ে যায়, যা উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে ভিড় জমায় স্থানীয় মানুষজন।এই ঘটনায় বিশালগড় থানায় একটি মামলা রুজু হয়েছে। পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজে দুই দিনব্যাপী জাতীয় সেমিনারের বর্ণাঢ্য সাফল্য

আগরতলা, ১১ এপ্রিল, ২০২৬: আগরতলার বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের বাণিজ্য বিভাগ সফলভাবে আয়োজন করেছে এক মর্যাদাপূর্ণ দুই দিনব্যাপী জাতীয় সেমিনার, যার বিষয় ছিল "ভিশন ২০৪৭: ব্যবসা, উদ্যোগিতা ও ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তর"। নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া কমার্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন-এর সহযোগিতায় আয়োজিত এই সেমিনারে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শিক্ষক, গবেষক ও অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপক সাড়া ও প্রশংসা অর্জিত হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কিশোর বর্মন। তাঁর বক্তব্যে তিনি এই উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে সাধুবাদ জানান এবং ২০৪৭ সালের উন্নত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। তিনি উদ্যোগিতা, উদ্ভাবন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের এই প্রাসঙ্গিক উদ্যোগের প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী অনিমেষ দেববর্মা, পরিচালক, উচ্চশিক্ষা দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর অমলেশ ভৌয়াল (বাণিজ্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, ডিফু ক্যাম্পাস) এবং প্রফেসর এ. রাজমণি সিংহ (বাণিজ্য বিভাগ, মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়)। তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য সেমিনারের একাডেমিক গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন ড. মিহির পাল, অধ্যক্ষ, বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজ, যিনি বাণিজ্য বিভাগের এই উচ্চমানের একাডেমিক উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে প্রশংসা করেন।

যদিও এটি একটি জাতীয় সেমিনার ছিল, কিন্তু এর আয়োজন, শৃঙ্খলা ও সামগ্রিক মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ছাপ বহন করেছে। সেমিনারের সুসংগঠিত পরিচালনা, একাডেমিক উৎকর্ষ এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রতি আতিথেয়তা সকল মহল থেকে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ড. রূপক দাস, সেক্রেটারি, টিচার্স' কাউন্সিল, বিবিএম কলেজ, যাঁর নিবেদিতপ্রাণ প্রচেষ্টা, সমন্বয় ও নেতৃত্ব সেমিনারের সাফল্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর অবদান আয়োজক কমিটি ও অংশগ্রহণকারীদের নিকট বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের বাণিজ্য বিভাগ এই উচ্চমানের সেমিনার আয়োজনের জন্য বিশেষভাবে প্রশংসার দাবিদার। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা একাধিক গবেষণাপত্র প্রযুক্তিগত অধিবেশনে উপস্থাপিত হয়, যা সেমিনারের জাতীয় গুরুত্বকে আরও সুদৃঢ় করেছে। উদ্বোধনী অধিবেশনের সূচনা হয় ড. সুজিত দাস, আয়োজক সম্পাদক-এর উষ্ণ স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে, যেখানে তিনি সেমিনারের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে ড. বসিদেব ভট্টাচার্য-এর সুচারুভাবে উপস্থাপিত ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে, যেখানে তিনি সকল অতিথি, অংশগ্রহণকারী ও আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সর্বোপরি, এই সেমিনার বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ একাডেমিক মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এটি প্রতিষ্ঠানের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকার স্বীকৃতি বহন করে।

জ্যোতিরাও ফুলের ২০০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে

আগরতলা, ১১ এপ্রিল: ভারতবর্ষের প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক জ্যোতিরাও ফুলে-এর ২০০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আজ আগরতলার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা, মহিলা কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা, বিভিন্ন শাখা সংগঠনের কর্মী ও সমর্থকরা।

কর্মসূচির সূচনা হয় জ্যোতিরাও ফুলের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে। এরপর তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বক্তারা তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড এবং আদর্শ তুলে ধরেন।

এদিন আশিস কুমার সাহা বলেন, জ্যোতিরাও ফুলে ছিলেন একজন দূরদর্শী চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও লেখক, যিনি সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলস সংগ্রাম করেছেন। তিনি নারী শিক্ষা প্রসার, দলিত ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির উন্নয়ন এবং বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় মহিলাদের শিক্ষার পথ সুগম হয় এবং সমাজে ন্যায় ও সমতার বার্তা ছড়িয়ে পড়ে।

তিনি আরও বলেন, ফুলের আদর্শ আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বর্তমান সমাজে বৈষম্য দূরীকরণ এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাধারা নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

নির্ভয়ে ভোটদানের আহ্বান মোহনপুরে, নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন

আগরতলা, ১১ এপ্রিল: আসন্ন নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে জোরদার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে মোহনপুর মহকুমার অধীন ১৩ সিমনা তমাকারী এবং ১৪ বোধজংনগর-ওয়াকিনগর কেন্দ্রে। শনিবার ভোটগ্রহণের আগে ভোটকর্মীরা প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে নির্ধারিত কেন্দ্রগুলির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন।প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশ ও টি.এস.আর-এর পাশাপাশি মোতায়েন থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও, যাতে ভোটাররা নির্বিঘ্নে এবং নির্ভয়ে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে মোহনপুর মহকুমা শাসক তথা রিটার্নিং অফিসার সান্তনু বিকাশ দাস সকল ভোটারদের উদ্দেশ্যে নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে এসে ভোটদান করার আহ্বান জানিয়েছেন।

ভারতের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মুগ্ধ আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিরা

আগরতলা, ১১ এপ্রিল : কেরল, পুদুচেরি ও অসমে অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচন বিশ্বজুড়ে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। ভারতের নির্বাচন কমিশনের "আন্তর্জাতিক নির্বাচন দর্শনার্থী কর্মসূচি ২০২৬"-এর অংশ হিসেবে ২২টি দেশের ৩৮ জন প্রতিনিধি সরাসরি ভারতের নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিরা ভারতের ভোটগ্রহণকে "গণতন্ত্রের প্রকৃত উৎসব" হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে, বিপুল ভোটার উপস্থিতি, সূক্ষ্ম পরিকল্পনা এবং নির্বাচন কমিশনের নির্বিঘ্ন পরিচালনা সত্যিই প্রশংসনীয়।

ক্রোয়েশিয়ার প্রতিনিধি ব্রানিমির ফারকাস বলেন, "ভারতের ভোটদান সত্যিই বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের একটি উৎসব। মানুষের ভোট দেওয়ার আগ্রহ আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে। এই বিশাল প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে, যা থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি।"

৮ ও ৯ এপ্রিল প্রতিনিধিরা অসম, কেরল ও পুদুচেরিতে সফর করেন। তাঁরা ডিসপ্যাচ ও বিতরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করে নির্বাচন সামগ্রী ও কর্মীদের সুশৃঙ্খল পরিবহন ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ও পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে নিরাপত্তা ও পরিচালন ব্যবস্থা নিয়েও আলোচনা করেন।

সিইও দপ্তরে স্থাপিত কন্টোল রুমে ১০০ শতাংশ ওয়েবকাস্টিংয়ের মাধ্যমে ভোটকেন্দ্র পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা দেখে প্রতিনিধিরা স্বচ্ছতার দিকটি বিশেষভাবে প্রশংসা করেন। মেক্সিকোর প্রতিনিধি উউক-কিব এসপাদাস আনকোনা বলেন, "ভারতের নির্বাচন প্রক্রিয়া অবশ্যই শেখার মতো একটি দৃষ্টান্ত।"

ভোটের দিন প্রতিনিধিরা মক পোল থেকে শুরু করে বাস্তব ভোটগ্রহণ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করেন। অসমের কামরূপ (মেট্রো ও গ্রামীণ), কেরলের কোচি ও তিরুবনন্তপুরম এবং পুদুচেরির বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র ঘুরে দেখেন তাঁরা। ভোটকেন্দ্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থাপনার্যাম্প, হুইলচেয়ার, স্বেচ্ছাসেবক, ক্রেশ সুবিধা এবং নারী ও প্রতিবন্ধীদের দ্বারা পরিচালিত বিশেষ বুথপ্রতিনিধিদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। নামিবিয়ার প্রতিনিধি পাউলুস শিগওয়েধা বলেন, "এই মাত্রার অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা সত্যিই প্রশংসনীয়।"

এছাড়া জেলা স্তরের মিডিয়া মনিটরিং, ওয়েবকাস্টিংয়ের মাধ্যমে নজরদারি এবং পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ যেমন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতেও অংশ নেন প্রতিনিধিরা।

সিয়েরা লিওনের প্রতিনিধি আবুবাকর মাহমুদ কোরোমা ইভিএম ব্যবহারের প্রশংসা করে বলেন, "ভারতের একটি বড় শক্তি হলো ইভিএম। আমরা এখানে যা শিখেছি, তা আমাদের দেশেও প্রয়োগ করতে পারব।"

পুদুচেরিতে ফ্লাইং স্কোয়াড, ড্রোন নজরদারি এবং 'নীলা' নামের স্বাগত রোবট প্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কেরলে জেন-জি থিমযুক্ত ভোটকেন্দ্র এবং অসমে স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুবিধাসহ বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগও তাঁদের মুগ্ধ করে।

নির্বিঘ্ন ভোটগ্রহণ ও উচ্চ ভোটার উপস্থিতি আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। তাঁরা নির্বাচন কমিশনকে এই বিশাল নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং স্বচ্ছতা, অন্তর্ভুক্তি ও দক্ষতার প্রতি ভারতের অঙ্গীকারের প্রশংসা করেন। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক নির্বাচন দর্শনার্থী কর্মসূচি ভারতের নির্বাচন কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ, যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং নির্বাচন ব্যবস্থাপনার সেরা অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়।

রক্তদান সহানুভূতি, সংহতি এবং মানবিক মূল্যবোধের প্রতিফলন: রাজ্যপাল

আগরতলা, ১১ এপ্রিল: স্বেচ্ছায় রক্তদান করা নিয়মিত সামাজিক অভ্যাস হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। রক্তদানকে স্বেচ্ছাসেবী এবং নাগরিক দায়িত্বে পরিণত করতে হবে। অন্যান্য সম্পদের মত রক্ত তৈরি করা যায়না। অন্যের জীবন বাঁচাতে মানুষের দানের মাধ্যমেই রক্ত সংগ্রহ করা সম্ভব। আজ সকালে দমদমিয়ার আদরনী চা বাগান এলাকায় সিআরপিএফ গ্রুপ সেন্টারে রোটারী ক্লাব অব অ্যাসপায়ারিং, আগরতলা এবং সিআরপিএফ''র উদ্যোগে আয়োজিত মেগা রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু একথা বলেন। রাজ্যপাল বলেন, রক্তদান শুধু একটি চিকিৎসায় অংশ নেওয়ার কাজ নয়, এটি সহানুভূতি, সংহতি এবং মানবিক মূল্যবোধের প্রতিফলন। স্বেচ্ছা রক্তদানের জন্য রাজ্যপাল আধুনিক ও সুসংগঠিত পদ্ধতি গঠনের আহ্বান জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি রক্তদাতাদের একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল ডাটাবেস তৈরি করা, রক্তদাতাদের গ্রুপ, তাদের রক্তদানের ইতিহাস প্রভৃতি সংরক্ষণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করার আহ্বান জানান। স্বেচ্ছায় রক্তদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য রাজ্যপাল সিআরপিএফ, রোটারী ক্লাব এবং রক্তদাতা জওয়ানদের অভিনন্দন জানান। তিনি রোটারী ক্লাব অব অ্যাসপায়ারিং আগরতলার উদ্যোগে ''উজ্জয়ন্ত'' নামে একটি ম্যাগাজিনের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন।

টিটিএএডিসি নির্বাচন ঘিরে সিপাহীজলায় ১৬৩ ধারা জারি, একাধিক নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল: আসন্ন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি) সাধারণ নির্বাচন-২০২৬ উপলক্ষ্যে নির্বাচনকালীন শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সিপাহীজলা জেলায় একাধিক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারা অনুযায়ী এই নির্দেশ জারি করেন জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল।জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, জেলার অন্তর্গত চারটি কেন্দ্রে নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ১০ এপ্রিল, ২০২৬ বিকাল ৪টা থেকে ১৩ এপ্রিল, ২০২৬ সকাল ৬টা পর্যন্ত ৫ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।এছাড়াও, লাঠি, লোহার রড, পাথর বা অন্য কোনও অস্ত্রসদৃশ বস্তু বহন করা যাবে না। এই সময়ের মধ্যে কোনও ধরনের জনসভা, মিছিল কিংবা মাইক ব্যবহার করে প্রচার কার্যক্রমও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ থাকবে।ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির ২০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে বিশেষ নজরদারি চালানো হবে। পাশাপাশি ভোটের দিন দুই বা ততোধিক মোটরবাইক বা গাড়ি একসঙ্গে চলাচলের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।তবে, নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত কর্মী, নিরাপত্তা বাহিনী, বৈধ পাসধারী সংবাদমাধ্যম, বৈধ পরিচয়পত্র সহ ভোটার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং স্বাভাবিক সরকারি-বেসরকারি ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম এই নিষেধাজ্ঞার আওতার বাইরে থাকবে।জেলা প্রশাসন স্পষ্ট করে জানিয়েছে, এই নির্দেশ অমান্য করলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩-এর ১৮৯ ধারা অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে সকল নাগরিককে প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, সিপাহীজলা জেলার ১৭-পেকুয়ারজলা-জন্মেজয়নগর (এসটি), ১৮-টাকারজলা-জম্পুইজলা (এসটি), ১৯-আমতলি-গোলাঘাটি (এসটি) এবং আংশিক, ২২-কাঠালিয়া-মির্জা-রাজাপুর (এসটি) কেন্দ্রে আগামী ১২ এপ্রিল, সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

রাজ্যে কৃষক সভার ৯০তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

আগরতলা, ১১ এপ্রিল: সারা দেশের পাশাপাশি রাজ্যেও সারা ভারত কৃষক সভার ৯০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে রাজ্যস্তরের মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় মেলার মাঠে অবস্থিত কৃষক-খেতমজুর ভবনে।

এদিন অনুষ্ঠানে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রাক্তন মন্ত্রী অঘোর দেববর্মা এবং সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক পবিত্র করসহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী কর্মসূচির সূচনা হয়।

দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর বলেন, দীর্ঘ লড়াই ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সারা ভারত কৃষক সভা এবং খেতমজুর ইউনিয়ন কৃষক-শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে চলেছে।

জমি দালালদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে যুবক আক্রান্ত, এসপি-র দ্বারস্থ এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল: জমি দালালদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতেই মারধরের শিকার হলেন এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন লঙ্কামুড়া এলাকায়, যা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, লঙ্কামুড়া এলাকায় গত প্রায় এক মাস ধরে বিকাশ ঘোষ, তপন ঘোষ এবং সুধাংশু দেবনাথ নামে কয়েকজন ব্যক্তি এলাকায় জমি বেচাকেনা হলেই জোর করে টাকা দাবি করছিলেন। স্থানীয়দের দাবি, এই ধরনের দালালি ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়েই ভিকি ঘোষ নামে এক যুবককে মারধর করা হয়। ঘটনার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। তাঁরা আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠকের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে পুরো বিষয়টি তুলে ধরেন এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। এলাকাবাসীদের হুঁশিয়ারি, যদি দ্রুত সুষ্ঠু বিচার না হয়, তবে তাঁরা বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী এমনকি রাজ্যপালের কাছেও নিয়ে যাবেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ প্রশাসনের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

ধর্মনগরে দুই মহিলার বচসা থেকে মারামারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১১ এপ্রিল: উপনির্বাচনের আবহে হঠাৎই উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর শহর। শুক্রবার সন্ধ্যায় শহরের ব্যস্ততম কালী দিঘির উত্তর পাড় এলাকায় একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে দুই মহিলার বচসা থেকে হাতাহাতির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

জানা গেছে, 'স্পটলাইট' নামের একটি দোকানে কর্ণধার সুনিধি পাল ও অপর মহিলা পৌলমী কর্মকারের মধ্যে প্রথমে তর্কাতর্কি শুরু হয়। পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং তা মারামারিতে রূপ নেয়। একপর্যায়ে সংঘর্ষ দোকানের বাইরে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে, ফলে এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয় এবং পথচারীদের ভিড় জমে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন ধর্মনগর মহিলা থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং দুই পক্ষকে থানায় নিয়ে যায়।

প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, প্রায় দু'বছর আগের একটি সোশ্যাল মিডিয়া চ্যাটকে কেন্দ্র করেই এই বিবাদ। অভিযোগ, পৌলমী কর্মকারের স্বামী অমিত ঘোষের সঙ্গে সুনিধি পালের ব্যক্তিগত চ্যাট সম্প্রতি সামনে আসে, যা নিয়ে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। দীর্ঘদিনের এই চাপা উত্তেজনা শুক্রবার প্রকাশ্যে বিস্ফোরিত হয়। এদিকে, সংঘর্ষের সময় পৌলমীর মা শিল্পী রানী কর্মকার হেনস্থার শিকার হয়েছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে, যা ঘটনাকে আরও জটিল করে তুলেছে। ঘটনার পর রাতেই দুই পক্ষ থানায় পাল্টা অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তের পরই প্রকৃত ঘটনা ও দায় নির্ধারণ করা হবে।

এই ঘটনাকে ঘিরে ধর্মনগরে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন যে কীভাবে জনসমক্ষে বিস্ফোরিত হতে পারে, তারই এক উদাহরণ হয়ে উঠেছে এই ঘটনা।

শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলে শিশু নিগ্রহ ও অভিভাবক হেনস্তার অভিযোগ

আগরতলা, ১১ এপ্রিল: আগরতলার শ্রী কৃষ্ণ মিশন স্কুলের নার্সারি বিভাগে শিশুদের ওপর নিগ্রহ, পেশাগত অসদাচরণ এবং অভিভাবকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। ওই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে শিক্ষামন্ত্রী এবং প্রাথমিক শিক্ষার অধিকর্তার কাছে পৃথকভাবে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন শিশুর অভিভাবক।

শিশুর বাবা ডাঃ প্রীতম দেবরায় ও মা ডাঃ পূজা দাস জানিয়েছেন, গত ৯ এপ্রিল তাদের তিন বছর বয়সী সন্তানকে নিয়ে স্কুলে এক চরম মানসিকভাবে আঘাতমূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। অভিযোগ অনুযায়ী, নার্সারি ক্লাসের দ্বিতীয় দিনেই স্কুল কর্তৃপক্ষ হঠাৎ করে শিশুদের অভিভাবকদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করার একটি কঠোর নীতি কার্যকর করে। শিক্ষাবিদদের মতে, এই বয়সের শিশুদের নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে সাধারণত ৭ থেকে ১০ দিনের ধাপে ধাপে অভ্যস্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন হলেও, সেই নিয়ম উপেক্ষা করা হয়েছে বলে দাবি অভিভাবকদের।

অভিযোগে বলা হয়েছে, শিশুদের কান্নাকাটি সত্ত্বেও তাদের জোরপূর্বক শ্রেণিকক্ষে আটকে রাখা হয়। অভিযোগকারীদের দাবি, তাদের সন্তান কান্নাকাটি করতে করতে ক্লাসরুম থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করলে এক কর্মী তাকে জোর করে টেনে ভিতরে নিয়ে যান। এই ঘটনা অভিভাবকদের সামনেই একাধিকবার ঘটে বলে তারা জানিয়েছেন।

এছাড়া, বিষয়টি নিয়ে স্কুলের ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি অত্যন্ত আক্রমণাত্মক ও অবমাননাকর আচরণ করেন বলে অভিযোগ। অভিভাবকদের দাবি, ডিরেক্টর তাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলেন, "আপনাকে ভেতরে কে আসতে দিয়েছে? বাইরে যান। আমি ৩৫ বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছি, আমাকে শেখাতে আসবেন না।" এরপর অন্যান্য শিক্ষক ও কর্মীরাও উত্তেজিত হয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এমনকি ধাক্কাধাক্কি এবং মারধরের হুমকির ঘটনাও ঘটে বলে লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

পরবর্তীতে অভিভাবকরা যখন সন্তানের খোঁজে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেন, তখন তারা দেখেন প্রায় ২০—২৫ জন শিশুর জন্য মাত্র একজন হেল্পার দায়িত্বে রয়েছেন। শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ ছিল অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও আতঙ্কজনক। অধিকাংশ শিশু কান্নাকাটি করছিল এবং এক শিশু তীব্র ভয় ও মানসিক চাপে বমি করে ফেলে বলেও অভিযোগে জানানো হয়েছে।

এই ঘটনার পর নিজেদের সন্তানের মানসিক সুস্থতার কথা বিবেচনা করে তাকে ওই প্রতিষ্ঠান থেকে সরিয়ে নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন অভিভাবকরা। তবে এখনও সেখানে অধ্যয়নরত অন্যান্য শিশুদের নিরাপত্তা ও মানসিক অবস্থার বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তারা।

অভিযোগকারীরা শিক্ষামন্ত্রী ও প্রাথমিক শিক্ষার অধিকর্তার কাছে একাধিক দাবি জানিয়েছেন। তাদের দাবির মধ্যে রয়েছেশ্রী কৃষ্ণ মিশন স্কুলের নার্সারি বিভাগে অবিলম্বে পরিদর্শন ও তদন্ত, শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত যাচাই, কর্মীদের পেশাগত ও মানসিক প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন, শিশুদের সঙ্গে আচরণ সংক্রান্ত নিরাপত্তা নীতিমালা পুনর্বিবেচনা এবং সংশ্লিষ্ট ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি।

অভিভাবকদের মতে, একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিশুদের জন্য নিরাপদ, সহানুভূতিশীল এবং মানসিকভাবে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করার কথা। কিন্তু এই ঘটনায় সেই মৌলিক দায়িত্ব পালনে গুরুতর গাফিলতির অভিযোগ সামনে এসেছে। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের দ্রুত ও কার্যকর হস্তক্ষেপের দাবি ক্রমেই জোরালো হচ্ছে।

লেক চৌমুহনী বাজারে র‍্যালি, মেয়রকে ধন্যবাদ অস্থায়ী কমিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল: আজ লেক চৌমুহনী বাজারে অস্থায়ী কমিটির উদ্যোগে এক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারকে ধন্যবাদ জানাতেই এই র‍্যালির আয়োজন করা হয় বলে জানিয়েছে কমিটি। র‍্যালিটি লেক চৌমুহনী বাজার এলাকা জুড়ে পরিক্রমা করে। এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অস্থায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক জানান, দীর্ঘদিন ধরে এই বাজার তোলাবাজ ও নেশাগ্রস্তদের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। ফলে ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ও অস্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছিল।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas